দানিয়েল

দানিয়েল ও তাঁর সাথীরা

১ যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমের রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজার যেরুসালেমের
বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে নগরী অবরোধ করলেন। ২ প্রভু যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমকে এবং
পরমেশ্বরের গৃহের বেশ কয়েকটা পাত্র তাঁর হাতে তুলে দিলেন, আর তিনি সেইসব কিছু শিনারে
নিয়ে গিয়ে পাত্রগুলি তাঁর নিজের দেবমন্দিরের ধনাগারে রাখলেন।
৩ রাজা তাঁর উচ্চ রাজকর্মচারী আস্পেনাজকে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে রাজবংশের বা
অভিজাত বংশের কয়েকজন যুবককে আনতে হুকুম দিলেন; ৪ তাদের হতে হবে দেহে নিখুঁত,
চেহারায় সুদর্শন, প্রজ্ঞার সমস্ত বিষয়ে বিচক্ষণ, জ্ঞানবিদ্যার সমস্ত ক্ষেত্রে সুদক্ষ, সুবিবেচক, ও
রাজপ্রাসাদে পরিচর্যার যোগ্য; আস্পেনাজ ব্যবস্থা করবেন, যেন তারা কাল্দিয়া-সাহিত্য ও ভাষা
শেখে। ৫ রাজা এও স্থির করলেন যে, রাজ-টেবিলে পরিবেশিত খাবার ও আঙুররস থেকে
প্রতিদিনের খোরাক তাদের দেওয়া হবে; তিন বছর ধরে তাদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার এমন ব্যবস্থা
করতে হবে, যেন সেই তিন বছর শেষে তারা রাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত হতে পারে। ৬ সেই যুবকদের
মধ্যে ছিলেন যুদা-সন্তান দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়া; ৭ কিন্তু সেই প্রধান
রাজকর্মচারী তাঁদের অন্য নাম রাখলেন; তিনি দানিয়েলকে বেল্টেশাজার, হানানিয়াকে শাদ্রাক,
মিশায়েলকে মেশাক, ও আজারিয়াকে আবেদ্নেগো নাম দিলেন।
৮ কিন্তু দানিয়েল মনে স্থির করলেন যে, তিনি রাজ-টেবিলের সেই খাবার ও আঙুররস খেয়ে
নিজেকে কোন মতে অশুচি করবেন না; তাই প্রধান রাজকর্মচারীকে অনুরোধ করলেন যেন তেমন
কলুষ থেকে তাঁকে রেহাই দেন। ৯ পরমেশ্বর প্রধান রাজকর্মচারীর কাছে দানিয়েলকে কৃপা ও
মমতার পাত্র করলেন; ১০ তবু প্রধান রাজকর্মচারী দানিয়েলকে বললেন: 'আমার ভয় হয়, পাছে
আমার প্রভু মহারাজ—যিনি নিজে স্থির করলেন তোমাদের কি কি খাওয়া ও পান করা উচিত—
তোমাদের সমবয়সী যুবকদের মুখের চেয়ে তোমাদের মুখ রুগ্ন দেখেন; তখন তোমাদের কারণে
রাজার কাছে আমারই মাথার বিপদ হবে।' ১১ পরে প্রধান রাজকর্মচারী যে প্রহরীর হাতে দানিয়েল,
হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়ার ভার ন্যস্ত করেছিলেন, তাকে দানিয়েল বললেন: ১২ 'আপনার
দোহাই, আপনার দাসদের দশ দিন পরীক্ষা করুন; আমাদের শুধু শাকসবজি ও জল খেতে দেওয়া
হোক, ১৩ পরে, রাজ-টেবিলের খাবার খায় যারা, তাদের চেহারার সঙ্গে আমাদের চেহারা আপনার
সামনে তুলনা করা হোক; তখন আপনি যেমন দেখবেন, সেই অনুসারে আপনার এই দাসদের প্রতি
ব্যবহার করবেন।' ১৪ সে রাজি হল, তাই দশ দিন ধরে তাঁদের পরীক্ষা করল, ১৫ এবং সেই দশ দিন
শেষে দেখা গেল, যারা রাজ-টেবিলের খাবার খেত, তাদের চেয়ে এঁদেরই চেহারা সুন্দর ও শরীর
হৃষ্টপুষ্ট। ১৬ ফলে তাঁদের জন্য যে খাবার ও আঙুররস বরাদ্দ ছিল, প্রহরী তা না দিয়ে তাঁদের শুধু
শাকসবজি দিতে লাগল।
১৭ পরমেশ্বর এই চার যুবককে সাহিত্য ও প্রজ্ঞার সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী করে তুললেন; দানিয়েল
সবরকম দর্শন ও স্বপ্নের অর্থ বুঝবার অধিকারও পেলেন। ১৮ রাজা যে সময় শেষে সেই সকল
যুবককে নিজের সাক্ষাতে আনতে বলে রেখেছিলেন, সেই সময় পার হলে প্রধান রাজকর্মচারী
নেবুকাদ্নেজারের কাছে তাঁদের উপস্থিত করলেন। ১৯ রাজা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করলেন, কিন্তু
সকলের মধ্যে দানিয়েল, হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়ার সমকক্ষ কাউকেই পাওয়া গেল না,
ফলে তাঁরাই রাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকলেন। ২০ প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি-সংক্রান্ত যে কোন বিষয় রাজা

তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর সমগ্র রাজ্যের সকল মন্ত্রজালিক ও
গণকের চেয়ে তাঁরা দশগুণ বেশি বিজ্ঞ ছিলেন। ২১ দানিয়েল সাইরাস রাজার প্রথম বর্ষ পর্যন্ত
সেখানে থাকলেন।

মূর্তি বিষয়ক স্বপ্ন

২ নেবুকাদ্নেজারের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বর্ষে নেবুকাদ্নেজার একটা স্বপ্ন দেখলেন, আর তাঁর আত্মা
এতই উদ্বিগ্ন হল যে, তিনি আর ঘুমোতে পারছিলেন না। ২ তখন রাজা ওই স্বপ্নের অর্থ তাঁকে
বুঝিয়ে দেবার জন্য মন্ত্রজালিক, গণক, মায়াবী ও কাল্দীয়দের আহ্বান করতে হুকুম দিলেন। তারা
এসে রাজার সাক্ষাতে দাঁড়াল। ৩ তিনি তাদের বললেন, ‘আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, আর আমার
আত্মা এখন তা জানবার জন্য উদ্বিগ্ন।’ ৪ কাল্দীয়েরা আরামীয় ভাষায় রাজাকে উদ্দেশ করে বলল:
‘মহারাজ, আপনি চিরজীবী হোন! আপনার এই দাসদের কাছে আপনার স্বপ্ন ব্যক্ত করুন, আমরা
অর্থটা জানাব।’ ৫ রাজা কাল্দীয়দের উত্তর দিয়ে বললেন, ‘আমি কথা দিচ্ছি! তোমরা যদি আমার
স্বপ্ন ও তার অর্থ আমার কাছে প্রকাশ না কর, তবে টুকরো টুকরো হবে, এবং তোমাদের বাড়ি-ঘর
সবই সারের ঢিপি করা হবে; ৬ কিন্তু যদি আমার স্বপ্ন ও তার অর্থ প্রকাশ করতে পার, তবে আমার
কাছ থেকে উপহার, পুরস্কার ও মহাসম্মান পাবে; সুতরাং আমার স্বপ্ন ও তার অর্থ আমার কাছে
প্রকাশ কর।’ ৭ তারা প্রত্যুত্তরে বলল, ‘মহারাজ, আপনার দাসদের কাছে স্বপ্নটা ব্যক্ত করুন, আমরা
অর্থ জানাব।’ ৮ রাজা উত্তরে বললেন, ‘আমি ভালই বুঝতে পারছি, আমার দেওয়া কথা বুঝতে
পেরেছ বলে তোমরা সময় কিনতে চাচ্ছ! ৯ যাই হোক, যদি তোমরা আমার স্বপ্ন নিজেরাই না বলতে
পার, তবে তোমাদের সকলের জন্য ব্যবস্থা একটামাত্র! কেননা তোমরা আমার সামনে প্রবঞ্চনাময়
ও বাঁকা কথা বলবার জন্যই একজোট হয়েছ, যতক্ষণ না পরিস্থিতি অন্য রকম হয়। তাই তোমরা
আমার স্বপ্ন আমাকে বল, তাহলে আমি বুঝব, স্বপ্নের অর্থ আমাকে জানাতে পার কিনা।’ ১০
কাল্দীয়েরা রাজার সামনে এই উত্তর দিল: ‘মহারাজের সমস্যা সমাধান করতে পারে, পৃথিবীতে
এমন মানুষ নেই; বাস্তবিক যতই মহান ও পরাক্রান্ত হোন না কেন কোন রাজা কখনও কোন
মন্ত্রজালিককে বা গণককে বা কাল্দীয়কে এমন কথা জিজ্ঞাসা করেননি। ১১ মহারাজ যে কথা
জিজ্ঞাসা করছেন, তা দুরূহ; বস্তুত যাঁরা মাংসদেহের প্রাণীর মধ্যে বাস করেন না, সেই দেবতারা
ছাড়া আর কেউ নেই যে, মহারাজকে তা জানাতে পারে।’ ১২ তা শুনে রাজা এতই ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হয়ে
উঠলেন যে, বাবিলনের সমস্ত জ্ঞানীগুণীকে প্রাণদন্ড দিতে হুকুম দিলেন। ১৩ জ্ঞানীগুণীদের প্রাণদন্ড
দেওয়া হবে, তেমন রাজবিধি জারি করা হলেই লোকেরা দানিয়েলকে ও তাঁর সঙ্গীদের প্রাণদন্ড
দেবার জন্য তাঁদের খোঁজ করতে লাগল।
১৪ রাজকীয় প্রধান ঘাতক আরিওক বাবিলনীয় জ্ঞানীগুণীদের প্রাণদন্ড দেবার জন্য বেরিয়ে পড়তে
উদ্যত হচ্ছেন, এমন সময় দানিয়েল তাঁকে সুবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বললেন; ১৫ তিনি রাজকীয়
প্রধান ঘাতক আরিওককে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘রাজা কেন এত কঠোর হুকুম জারি করেছেন?’
আরিওক দানিয়েলকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন; ১৬ তখন দানিয়েল রাজার কাছে প্রবেশ করে কিছু
সময় দিতে প্রার্থনা করলেন: তিনি নিজে রাজাকে সেই স্বপ্নের অর্থ জানাবেন। ১৭ পরে দানিয়েল
ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গী হানানিয়া, মিশায়েল ও আজারিয়াকে ব্যাপারটা জানালেন, ১৮ আর তাঁরা ওই
রহস্য সম্বন্ধে স্বর্গেশ্বরের কাছে করুণা প্রার্থনা করলেন, যেন দানিয়েল ও তাঁর সঙ্গীরা বাবিলনের
অন্য জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে প্রাণদন্ডের পাত্র না হন। ১৯ তখন রাত্রিকালীন দর্শনে দানিয়েলের কাছে
রহস্যটা প্রকাশিত হল; অতএব দানিয়েল স্বর্গেশ্বরের স্তবস্তুতি করলেন। ২০ দানিয়েল বললেন,

‘পরমেশ্বরের নাম ধন্য হোক যুগে যুগে চিরকাল,

কেননা প্রজ্ঞা ও পরাক্রম তাঁরই।
[21] তিনিই কাল ও ঋতুর লীলা নিরূপণ করে থাকেন,
রাজাদের নামিয়ে দেন, আবার মানুষকে রাজপদে উন্নীত করেন ;
তিনি প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা দান করেন,
জ্ঞানবানদের জ্ঞান মঞ্জুর করেন।
[22] তিনি গভীর ও গুপ্ত বিষয় অনাবৃত করেন,
অন্ধকারে যা লুকোনো আছে, তা তিনি জানেন,
এবং তাঁরই কাছে জ্যোতি বিরাজ করে।
[23] আমি তোমার স্তুতি ও প্রশংসাবাদ করি,
হে আমার পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর,
তুমি যে আমাকে দান করেছ প্রজ্ঞা ও সামর্থ্য,
আমরা তোমার কাছে যা যাচনা করেছিলাম, তা তুমি আমাকে জানিয়েছ,
তুমি আমাকে জানিয়ে দিয়েছ রাজার স্বপ্ন।'

[24] তখন দানিয়েল আরিওকের কাছে গেলেন যাঁকে রাজা বাবিলনের জ্ঞানীগুণীদের প্রাণদণ্ড দিতে
নিযুক্ত করেছিলেন; প্রবেশ করে তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি বাবিলনের জ্ঞানীগুণীদের হত্যা
করবেন না; রাজার সাক্ষাতে আমাকে নিয়ে চলুন, আর আমি রাজাকে অর্থ জানাব।' [25] আরিওক
সঙ্গে সঙ্গে দানিয়েলকে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন; রাজাকে তিনি বললেন, 'যুদার নির্বাসিতদের
মধ্যে এই একজন লোককে পেলাম, যিনি মহারাজকে সেই অর্থ জানাবেন।'

[26] রাজা দানিয়েলকে—যাঁর নাম বেল্টেশাজার দেওয়া হয়েছিল—জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি যে
স্বপ্ন দেখেছি, তুমি কি সত্যি সেই স্বপ্ন ও তার অর্থ আমাকে জানাতে পার?' [27] দানিয়েল রাজার
সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, 'মহারাজ যে রহস্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করছেন, কোন জ্ঞানীগুণী
বা মন্ত্রজালিক বা জ্যোতির্বেত্তা তা জানাতে পারেনি; [28] কিন্তু স্বর্গে এমন ঈশ্বর আছেন, যিনি সমস্ত
রহস্যময় বিষয় অনাবৃত করেন; তিনিই মহারাজ নেবুকাদ্নেজারকে প্রকাশ করবেন অন্তিম
দিনগুলোতে কী কী ঘটবে। সুতরাং আপনার স্বপ্ন, ও শয্যায় শুয়ে আপনার মনে যে দর্শন দেখা
দিল, তা এ: [29] হে মহারাজ, আপনি শয্যায় শুয়ে থাকাকালে আপনার যে যে চিন্তা উৎপন্ন হয়েছে,
তা ভাবীকাল সংক্রান্ত; রহস্য-প্রকাশক যিনি, তিনি আপনাকে প্রকাশ করলেন ভবিষ্যতে কী কী
ঘটতে যাচ্ছে। [30] অন্য কোন জীবিত লোকের চেয়ে আমার প্রজ্ঞা বেশি বলেই যে এই রহস্য আমার
কাছে প্রকাশিত হয়েছে, এজন্য নয়, বরং এইজন্য, যেন মহারাজকে রহস্যের অর্থ জানানো হয়,
আর আপনি যেন নিজের মনের চিন্তা বুঝতে পারেন।

[31] মহারাজ, আপনি চেয়ে দেখছিলেন, আর হঠাৎ এক মূর্তি, অসাধারণ জ্যোতির্মণ্ডিত এক বিশাল
মূর্তি আপনার সামনে দাঁড়াল যা দেখতে ভয়ঙ্কর। [32] তার মাথা ছিল খাঁটি সোনার, বুক ও বাহু
রুপোর, পেট ও উরুত ব্রঞ্জের, [33] পায়ের হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লোহার, পায়ের পাতা কিছুটা
লোহার ও কিছুটা পোড়া মাটির। [34] আপনি চেয়ে দেখছিলেন, এমন সময় একটা পাথর খসে
পড়ল—কিন্তু মানুষের হাতে নয়—এবং মূর্তির সেই লোহা ও পোড়া মাটির পা দু'টোতে আঘাত
করে তা চূর্ণবিচূর্ণ করল। [35] তখন সেই লোহা, পোড়া মাটি, ব্রঞ্জ, রুপো ও সোনাও সেইসঙ্গে চূর্ণ
হয়ে গ্রীষ্মকালে খামারের তুষের মত হল; বাতাস সেইসব উড়িয়ে নিয়ে গেল, সেগুলোর আর কোন
চিহ্ন রইল না; আর সেই যে পাথর ওই মূর্তিকে আঘাত করেছিল, তা বেড়ে বেড়ে এমন বিশাল
পর্বত হয়ে উঠল যে, সমস্ত পৃথিবী তাতে পূর্ণ হল। [36] এটি স্বপ্ন। এখন আমরা মহারাজকে তার অর্থ
জানিয়ে দেব।

৩৭ হে মহারাজ, আপনি রাজাধিরাজ! স্বর্গেশ্বর আপনাকে রাজ্য, ক্ষমতা, পরাক্রম ও মহিমা
দিয়েছেন; ৩৮ তিনি মানবসন্তান, বন্যজন্তু ও আকাশের পাখি—সবই আপনার হাতে তুলে
দিয়েছেন, এইসব কিছুর উপরে কর্তৃত্ব আপনারই: আপনিই সেই সোনার মাথা। ৩৯ আপনার পরে
আর এক রাজ্যের উদয় হবে যা আপনারটার চেয়ে ক্ষুদ্র; তারপর তৃতীয় আর এক রাজ্যের উদয়
হবে—ব্রঞ্জের এই রাজ্যই সমগ্র পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করবে। ৪০ চতুর্থ আর এক রাজ্যও হবে যা
লোহার মত দৃঢ়, যা সেই লোহার মত যা সবকিছু চূর্ণবিচূর্ণ করে। লোহা যেমন সবকিছু টুকরো
টুকরো করে, তেমনি সেই রাজ্য সবই ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করবে। ৪১ আর আপনি তো দেখেছেন, সেই
পায়ের পাতা দু'টো ও পায়ের আঙুল ছিল কিছুটা কুমোরের পোড়া মাটির ও কিছুটা লোহার: এর
অর্থ হল এই যে, রাজ্য বিভক্ত হবে, তবু রাজ্যে লোহার কিছু দৃঢ়তা থাকবে, যেমন আপনি নিজেই
দেখেছিলেন যে, এঁটেল মাটির সঙ্গে লোহা মেশানো ছিল। ৪২ পায়ের আঙুল যেমন কিছুটা লোহার ও
কিছুটা পোড়া মাটির ছিল, তেমনি রাজ্যের একটা অংশ দৃঢ় ও একটা অংশ ভঙ্গুর হবে। ৪৩ আপনি
যে দেখেছেন, লোহা এঁটেল মাটির সঙ্গে মেশানো, এর অর্থ হল এ: সেই অংশ দু'টো একদিন
রক্ত-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মিশে যাবে, কিন্তু কখনও এক হতে পারবে না, যেমনটি লোহাও পোড়া
মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হতে পারে না। ৪৪ সেই রাজাদের দিনগুলিতে স্বর্গেশ্বর এমন এক
রাজ্যের উদ্ভব ঘটাবেন যা কখনও বিধ্বস্ত হবে না; সেই রাজ্য অন্য জাতির হাতে যাবে না; বরং
অন্য সকল রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত করবে আর নিজেই হবে চিরস্থায়ী। ৪৫ কেননা আপনি
নিজেই তো দেখেছেন যে, পর্বত থেকে একটা পাথর খসে পড়ল—কিন্তু মানুষের হাতে নয়—এবং
সেই লোহা, ব্রঞ্জ, পোড়া মাটি, রুপো ও সোনা—সবই চূর্ণবিচূর্ণ করল। এখন থেকে যা ঘটতে
যাচ্ছে, মহান ঈশ্বর তা মহারাজকে প্রকাশ করলেন। স্বপ্নটা সত্য ও তার ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য।'

৪৬ তখন নেবুকাদ্নেজার রাজা মাটিতে উপুড় হয়ে দানিয়েলকে প্রণাম করলেন, এবং হুকুম দিলেন,
যেন তাঁর উদ্দেশে অর্ঘ্য ও সুগন্ধি নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হয়। ৪৭ পরে দানিয়েলকে উদ্দেশ করে তিনি
বললেন, 'সত্যি, তোমাদের ঈশ্বর দেবতাদের ঈশ্বর, রাজাদের প্রভু ও রহস্যগুলির প্রকাশক, কারণ
তুমি এই রহস্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছ।' ৪৮ তখন রাজা দানিয়েলকে মহান করলেন, তাঁকে
অনেক বহুমূল্য উপহার দিলেন, এবং তাঁকে বাবিলনের সমস্ত প্রদেশের প্রদেশপাল ও বাবিলনের
সকল জ্ঞানীগুণীর প্রধান বলে নিযুক্ত করলেন; ৪৯ এবং দানিয়েলের সুপারিশক্রমে রাজা শাদ্রাক,
মেশাক ও আবেদ্নেগোর হাতে বাবিলন প্রদেশের ব্যবস্থাপনার ভার দিলেন; কিন্তু দানিয়েল
রাজ-দ্বারেই নিযুক্ত থাকলেন।

অগ্নিকুণ্ডে সেই তিনজন যুবক

৩ নেবুকাদ্নেজার রাজা একটা সোনার মূর্তি তৈরি করালেন, তা ষাট হাত উচ্চ ও ছয় হাত চওড়া;
তা তিনি বাবিলন প্রদেশের দুরা সমভূমিতে দাঁড় করালেন। ২ পরে নেবুকাদ্নেজার রাজা সেই যে
মূর্তি দাঁড় করিয়েছিলেন, তার প্রতিষ্ঠায় উপস্থিত হবার জন্য ক্ষিতিপাল, প্রদেশপাল, গণশাসক,
মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ, বিচারকর্তা, ব্যবস্থাপক, অধিপতি ও প্রদেশগুলোর সমস্ত শাসনকর্তাকে ডাকিয়ে
সমবেত করলেন। ৩ মূর্তি-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ক্ষিতিপালেরা, প্রদেশপালেরা, গণশাসকেরা,
বিচারকর্তারা, কোষাধ্যক্ষেরা, ব্যবস্থাপকেরা, অধিপতিরা ও প্রদেশগুলোর সমস্ত শাসনকর্তা এলেন
এবং নেবুকাদ্নেজার রাজার দাঁড় করানো সেই মূর্তির সামনে দাঁড়ালেন। ৪ তখন ঘোষক উচ্চকণ্ঠে
বলল: 'হে জাতিসকল, দেশসকল ও নানা ভাষার মানুষসকল, তোমাদেরই উদ্দেশ করে এই আজ্ঞা
জারি করা হচ্ছে: ৫ যে সময়ে তোমরা শিঙা, বাঁশি, বীণা, চতুস্তন্ত্রী যন্ত্র, পরিবাদিনী, মৃদঙ্গ ও
সবরকম বাদ্যযন্ত্রের সুর শুনবে, সেসময়ে উপুড় হয়ে নেবুকাদ্নেজার রাজার দাঁড় করানো সোনার
মূর্তির উদ্দেশে প্রণাম জানাবে। ৬ যে কেউ উপুড় হয়ে প্রণাম করবে না, সেই মুহূর্তেই তাকে জ্বলন্ত

অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হবে।’ ৭ তাই সমস্ত লোক যখন শিঙা, বাঁশি, বীণা, চতুস্তন্ত্রী যন্ত্র,
পরিবাদিনী, মৃদঙ্গ ও সবরকম বাদ্যযন্ত্রের সুর শুনল, তখন সমস্ত জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ উপুড়
হয়ে নেবুকাদ্নেজার রাজার দাঁড় করানো সোনার মূর্তির উদ্দেশে প্রণাম জানাল।
৮ কিন্তু সেই সময়ে কয়েকজন কাল্দীয় ইহুদীদের বিরুদ্ধে শঠতাপূর্ণ অভিযোগ আনবার জন্য
এগিয়ে এল ; ৯ তারা নেবুকাদ্নেজার রাজাকে বলল : ‘হে রাজন্, চিরজীবী হোন! ১০ হে রাজন্,
আপনি এমন রাজপত্র জারি করেছেন যা অনুসারে যে কেউ শিঙা, বাঁশি, বীণা, চতুস্তন্ত্রী যন্ত্র,
পরিবাদিনী, মৃদঙ্গ ও সবরকম বাদ্যযন্ত্রের সুর শুনবে, সে উপুড় হয়ে ওই সোনার মূর্তির উদ্দেশে
প্রণাম জানাবে ; ১১ এবং যে কেউ উপুড় হয়ে প্রণাম করবে না, তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া
হবে। ১২ আচ্ছা, এমন কয়েকজন ইহুদী লোক আছে যাদের হাতে আপনি বাবিলন প্রদেশের
ব্যবস্থাপনার ভার দিয়েছেন, অর্থাৎ সেই শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগো ; তারা, হে রাজন্, আপনার
আজ্ঞা মানে না ; তারা আপনার দেব-দেবীর সেবাও করে না, এবং আপনি যে সোনার মূর্তি দাঁড়
করিয়েছেন, তাকেও প্রণাম করে না।’ ১৩ তখন নেবুকাদ্নেজার ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হয়ে উঠে শাদ্রাক,
মেশাক ও আবেদ্নেগোকে আনতে আদেশ দিলেন, আর তাঁদের রাজার সামনে আনা হল। ১৪
নেবুকাদ্নেজার তাঁদের বললেন, ‘হে শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগো, এ কি সত্য যে, তোমরা আমার
দেব-দেবীরও সেবা কর না, আমার দাঁড় করানো সোনার মূর্তিকেও প্রণাম কর না? ১৫ আচ্ছা, শিঙা,
বাঁশি, বীণা, চতুস্তন্ত্রী যন্ত্র, পরিবাদিনী, মৃদঙ্গ ও সবরকম বাদ্যযন্ত্রের সুর শোনামাত্র যদি তোমরা
উপুড় হয়ে আমার তৈরী সোনার মূর্তিকে প্রণাম করতে প্রস্তুত হও, ভালই, কিন্তু যদি প্রণাম না কর,
তবে সেই মুহূর্তেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তোমাদের ফেলে দেওয়া হবে ; তখন এমন কোন্ দেবতা
আমার হাত থেকে তোমাদের নিস্তার করবে?’ ১৬ শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগো উত্তরে রাজাকে
বললেন, ‘হে নেবুকাদ্নেজার, আপনাকে এই কথার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে কোন প্রয়োজন
নেই ; ১৭ আমরা যাঁর সেবা করি, আমাদের সেই পরমেশ্বর যদি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড ও আপনার হাত
থেকে আমাদের নিস্তার করতে সক্ষম, তবে, হে রাজন্, তিনি আমাদের নিস্তার করবেন। ১৮ কিন্তু
যদিও তিনি না করেন, তবু হে রাজন্, জেনে নিন, আমরা আপনার দেব-দেবীরও সেবা করব না,
আপনার দাঁড় করানো সোনার মূর্তিকেও প্রণাম করব না।’
১৯ তখন নেবুকাদ্নেজার ক্রোধে জ্বলে উঠলেন ও শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোর বিরুদ্ধে মুখ
আরও ভয়ঙ্কর করলেন ; তিনি সাধারণ তাপের চেয়ে অগ্নিকুণ্ডের তাপ সাতগুণ বাড়াতে হুকুম
দিলেন, ২০ এবং তাঁর সৈন্যদের সবচেয়ে বলিষ্ঠ যোদ্ধার মধ্যে কয়েকজনকে আজ্ঞা করলেন, যেন
তারা শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোকে বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেয়। ২১ তখন ওই
যুবকদের, জামা, চাদর, পোশাক, পাগড়ি ইত্যাদি বস্ত্র পরা অবস্থায় বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে
ফেলে দেওয়া হল। ২২ কিন্তু যে লোকেরা শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে
দেওয়ার জন্য রাজার কড়া হুকুম অনুসারে তা অধিক উত্তপ্ত করে তুলেছিল, তারা নিজেরা সেই
একই মুহূর্তে আগুনের শিখায় মারা পড়ল, ২৩ যে মুহূর্তে শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোও বাঁধা
অবস্থায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ছিলেন ; ২৪ *তাঁরা অগ্নিশিখার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, ঈশ্বরের*
প্রশংসা করছিলেন ও প্রভুকে ধন্য বলছিলেন। ২৫ *আজারিয়া উঠে দাঁড়িয়ে আগুনের মধ্যে জোর*
গলায় এই বলে প্রার্থনা করলেন :

২৬ *‘ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর,*
প্রশংসার যোগ্য ও গৌরবময় তোমার নাম চিরকাল।
২৭ *তুমি যা কিছু করেছ, তাতে তুমি ন্যায়শীল ;*
তোমার সকল কর্ম সত্যময়,

তোমার সমস্ত পথ সরল, তোমার সকল বিচার ন্যায্য।
২৮ আমাদের উপরে,
ও আমাদের পিতৃপুরুষদের পবিত্র নগরী সেই যেরুসালেমের উপরে
তুমি যা নামিয়ে এনেছ,
তাতে তুমি যে রায় দিয়েছ, তা ন্যায্য;
কেননা আমাদের পাপ-অপরাধের কারণে
তুমি সত্য ও ন্যায় বিচার মতেই ব্যবহার করেছ আমাদের প্রতি।

২৯ কারণ আমরা পাপ করেছি,
তোমাকে ত্যাগ করে অন্যায় করেছি, নিতান্তই পাপ করেছি।
তোমার আজ্ঞাগুলির প্রতি আমরা বাধ্য হইনি,
৩০ সেগুলিকে পালনও করিনি,
তাও করিনি, যা তুমি আমাদের মঙ্গলার্থে
আমাদের করতে আজ্ঞা করেছিলে।
৩১ হ্যাঁ, যা কিছু নামিয়ে এনেছ আমাদের উপর,
যা কিছু করেছ আমাদের প্রতি,
ন্যায়বিচার মতেই তা তুমি করেছ:
৩২ তুমি আমাদের তুলে দিয়েছ এমন শত্রুদের হাতে,
যারা ধর্মহীন, দুর্জনদের মধ্যে যারা সবচেয়ে মন্দ,
এমন অসৎ রাজারও হাতে আমাদের তুলে দিয়েছ,
সারা পৃথিবীর উপরে সবচেয়ে দুষ্কর্মা যে রাজা।
৩৩ এখন আমরা আমাদের নিজেদের মুখ খুলতেও যোগ্য নই,
লজ্জা ও অপমান, তা-ই তোমার দাসদের প্রাপ্য,
তাদের নিয়তি, যারা তোমার উপাসক।
৩৪ তোমার নামের দোহাই
আমাদের ত্যাগ করো না চিরকাল ধরে,
তোমার সন্ধি ভঙ্গ করো না;
৩৫ তোমার প্রিয়জন আব্রাহাম,
তোমার দাস ইসায়াক, তোমার পবিত্রজন ইস্রায়েলের খাতিরে
আমাদের কাছ থেকে তোমার দয়া ফিরিয়ে নিয়ো না;
৩৬ তাঁদের তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে,
তাঁদের বংশ তুমি বাড়াবে আকাশের তারকারাজির মত,
সমুদ্রতীরে বালুকণার মত।
৩৭ প্রভু, সকল জাতির চেয়ে আমরা এখন হয়ে গেছি ক্ষুদ্রতম জাতি,
আমাদের পাপরাশির কারণে
আমরা এখন পৃথিবী জুড়ে অবমাননার পাত্র।

৩৮ এখন আমাদের জননায়ক নেই, নবী নেই, নেতা নেই,
আহুতি নেই, যজ্ঞ নেই, অর্ঘ্য নেই, ধূপ নেই,
নেই এমন এক স্থান যেখানে তোমাকে প্রথমফসল অর্পণ করে
আমরা তোমার প্রসন্নতা জয় করতে পারি।

৩৯ আমাদের চূর্ণ হৃদয়, আমাদের অনুতপ্ত প্রাণ
যেন তোমার কাছে গ্রহণীয় হয়
ভেড়া ও বৃষের আহুতির মত,
সহস্র নধর মেষশাবকের মত;
৪০ তেমনই হোক আজ তোমার সম্মুখে আমাদের যজ্ঞ,
তোমার গ্রহণীয় হোক,
কারণ যারা তোমাতে ভরসা রাখে, তারা আশাভ্রষ্ট হবে না।
৪১ আমরা এখন আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার অনুসরণ করি,
তোমাকে ভয় করি, পুনরায় তোমার শ্রীমুখ অন্বেষণ করি;
আমাদের করো না গো লজ্জার পাত্র,
৪২ তোমার বদান্যতা অনুসারেই বরং ব্যবহার কর আমাদের প্রতি,
তোমার দয়ারই মহত্ত্ব অনুসারে ব্যবহার কর।
৪৩ তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তি দ্বারা আমাদের উদ্ধার কর,
গৌরবমণ্ডিত কর গো প্রভু তোমার আপন নাম।
৪৪ তারাই নতমুখ হোক, যারা তোমার দাসদের অনিষ্ট সাধন করে;
অপমানিত হোক তারা, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হোক,
তাদের শক্তি চূর্ণ হোক!
৪৫ তারা জানুক যে, তুমিই একমাত্র প্রভু পরমেশ্বর,
তুমিই সারা পৃথিবীর উপরে গৌরবময়।'

৪৬ এদিকে রাজার যে দাসেরা এই তিন যুবককে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়েছিল, তারা আদৌ ক্ষান্ত হল
না, বরং তেল, খড়, আলকাতরা ও শুকনা ঘাস দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের আগুন বাড়াতে থাকল, ৪৭ যে
পর্যন্ত আগুনের শিখা অগ্নিকুণ্ডের উপরে ঊনপঞ্চাশ হাত উঠল ৪৮ ও বাইরে ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিকুণ্ডের
চারদিকে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সকল কাল্দীয়দের পুড়িয়ে ফেলল। ৪৯ কিন্তু প্রভুর দূত আজারিয়ার ও
তাঁর সঙ্গীদের পাশে অগ্নিকুণ্ডে নেমে এলেন; তিনি আগুনের শিখা তাদের কাছ থেকে বাইরের
দিকে সরিয়ে দিলেন ৫০ এবং অগ্নিকুণ্ডের ভিতরটা এমন স্থান করলেন, যেখানে শিশিরপূর্ণ বাতাস
বইত। তাতে আগুন তাদের আদৌ স্পর্শ করল না, তাদের কোন ক্ষতি বা অসুবিধাও ঘটাল না। ৫১
তখন সেই তিনজন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে একসুরে ঈশ্বরের স্তুতিগান ও গৌরবকীর্তন করতে লাগলেন ও
তাঁকে ধন্য ব'লে বলে উঠলেন:

৫২ 'ধন্য তুমি, প্রভু, আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর,
প্রশংসা ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।
ধন্য তোমার গৌরবময় পবিত্র নাম,
মহাপ্রশংসা ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।
৫৩ ধন্য তুমি তোমার গৌরবময় পবিত্র মন্দির-মাঝে,
মহাস্তব ও মহাগৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।
৫৪ ধন্য তুমি তোমার রাজাসনে,
স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনার যোগ্য তুমি চিরকাল।
৫৫ ধন্য তুমি, খেরুব বাহনে আসীন হয়ে তুমি যে সাগরতল তলিয়ে দেখ,
প্রশংসা ও গৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।
৫৬ ধন্য তুমি আকাশমণ্ডলের গগনতলে,

স্তবস্তুতি ও গৌরবের যোগ্য তুমি চিরকাল।

৫৭ প্রভুর নিখিল সৃষ্টি, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৫৮ প্রভুর দূতবৃন্দ, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৫৯ আকাশমণ্ডল, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৬০ নভ-শীর্ষের জলরাশি, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৬১ প্রভুর শক্তিবাহিনী, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৬২ সূর্য চন্দ্র, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৬৩ আকাশের তারকারাজি, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৬৪ বৃষ্টিধারা ও নিশাজল, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৬৫ ঝঞ্ঝা-বাতাস, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৬৬ অগ্নি ও উত্তাপ, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৬৭ শীত ও উষ্ণ, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৬৮ শিশির ও তুহিন, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৬৯ হিম ও নীহার, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৭০ বরফ ও তুষার, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৭১ দিন ও রাত্রি, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৭২ আলো ও অন্ধকার, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৭৩ মেঘ ও বিদ্যুৎ, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৭৪ বলুক পৃথিবী, প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৭৫ পর্বত উপপর্বত, বল: প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।

৭৬ ভূমির উদ্ভিদ, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৭৭ জলের উৎসধারা, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৭৮ সমুদ্র-সাগর ও নদনদী, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৭৯ জলদানব ও জলচর প্রাণী, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৮০ আকাশের পাখি, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৮১ পোষা ও বন্য পশু, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৮২ মানবকুল, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৮৩ ইস্রায়েল বলুক : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৮৪ প্রভুর যাজকবর্গ, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৮৫ প্রভুর সেবকবৃন্দ, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৮৬ ধার্মিকদের প্রাণ ও আত্মা, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৮৭ পুণ্যজন ও নম্রহৃদয় সকল, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল।
৮৮ হানানিয়া, আজারিয়া, মিশায়েল, বল : প্রভু ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর চিরকাল,
কারণ তিনি পাতাল থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন,
মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করলেন,
জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্য থেকে আমাদের নিস্তার করলেন,
আগুনের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করলেন।
৮৯ প্রভুকে ধন্যবাদ জানাও, তিনি যে মঙ্গলময়,
তাঁর দয়া যে চিরস্থায়ী।
৯০ প্রভুভীরু সকল, দেবতাদের দেবতাকে বল ধন্য,
তাঁর স্তবস্তুতি ও মহাবন্দনা কর,
তাঁর দয়া যে চিরস্থায়ী।’

৯১ (২৪) নেবুকাদ্নেজার রাজা স্তম্ভিত হয়ে হঠাৎ পায়ে উঠে দাঁড়ালেন; তাঁর মন্ত্রীদের তিনি জিজ্ঞাসা
করলেন, ‘আমরা কি তিনজন মানুষকে বাঁধা অবস্থায় আগুনের মধ্যে ফেলে দিইনি?’ উত্তরে তারা
বলল, ‘হ্যাঁ, মহারাজ।’ ৯২ (২৫) তখন তিনি বলে চললেন, ‘দেখ, আমি চারজন মানুষকে দেখতে
পাচ্ছি; তারা বাঁধন-মুক্ত হয়ে আগুনের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর তাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না;

এমনকি চতুর্থজনের চেহারা দেবপুত্রেরই মত।’ ৯৩ (২৬) তখন নেবুকাদ্নেজার সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের
মুখের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘হে পরাৎপর ঈশ্বরের দাস শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগো,
বেরিয়ে এসো, এখানে এসো।’ তখন শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগো আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে
এলেন। ৯৪ (২৭) পরে ক্ষিতিপাল, প্রদেশপাল, গণশাসক, ও রাজমন্ত্রীরা ওই তিনজনকে লক্ষ করতে
সমবেত হলেন, আর দেখলেন, আগুন তাঁদের শরীরের উপর একটু প্রভাবও ফেলতে পারেনি:
তাঁদের মাথার একটা চুল পর্যন্তও পোড়েনি, তাঁদের পোশাকেও আগুনের স্পর্শের কোন চিহ্ন নেই,
তাদের দেহে আগুনের গন্ধও নেই।

৯৫ (২৮) নেবুকাদ্নেজার বলে উঠলেন, ‘ধন্য শাদ্রাকের, মেশাকের ও আবেদ্নেগোর ঈশ্বর! তিনি তাঁর
দূত পাঠিয়ে তাঁর সেই দাসদের নিস্তার করলেন যারা তাঁর উপরে আস্থা রেখে রাজার আজ্ঞা অমান্য
করেছে ও নিজেদের দেহ সঁপে দিয়েছে, যেন তাদের ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন দেবতার সেবা ও পূজা
করতে না হয়। ৯৬ (২৯) তাই আমি এই আজ্ঞা জারি করছি যে, যে কোন দেশ, জাতি ও ভাষার মানুষই
হোক না কেন, যে কেউ শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক একটা কথাও
উচ্চারণ করবে, তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হোক ও তার বাড়ি সারের ঢিপি করা
হোক; কারণ তেমন উদ্ধারকর্ম সাধন করার সামর্থ্য আর কোন দেবতার নেই।’ ৯৭ (৩০) তখন রাজা
বাবিলন প্রদেশে শাদ্রাক, মেশাক ও আবেদ্নেগোকে উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করলেন।

বিশাল গাছ বিষয়ক স্বপ্ন

৯৮ (৩১) সমগ্র পৃথিবী-নিবাসী সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষের প্রতি নেবুকাদ্নেজার রাজার
বিজ্ঞাপন: তোমাদের মহাশান্তি হোক! ৯৯ (৩২) পরাৎপর পরমেশ্বর আমার পক্ষে যে সকল চিহ্ন ও
আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করেছেন, তা আমি প্রচার করা বিহিত মনে করলাম।

১০০(৩৩) আহা! তাঁর সমস্ত চিহ্ন কেমন মহান!
কেমন পরাক্রমশালী তাঁর আশ্চর্য কীর্তিকলাপ!
তাঁর রাজ্য চিরকালীন রাজ্য,
ও তাঁর কর্তৃত্ব যুগযুগস্থায়ী।

৪ আমি নেবুকাদ্নেজার আমার ঘরে, আমার প্রাসাদে, সুখে-শান্তিতে ছিলাম। ২ আমি এমন স্বপ্ন
দেখলাম যা আমাকে সন্ত্রাসিত করল, এবং শয্যায় শুয়ে আমার যে নানা চিন্তা হল ও আমার মনে যে
দর্শন দেখা দিল, তা আমাকে উদ্বিগ্ন করল। ৩ তাই আমি আজ্ঞাপত্র জারি করলাম, যেন আমাকে
সেই স্বপ্নের অর্থ জানাবার জন্য বাবিলনের সমস্ত জ্ঞানী লোকদের আমার কাছে আনা হয়। ৪
মন্ত্রজালিক, গণক, কাল্দীয় ও জ্যোতির্বেত্তারা আমার কাছে এলে আমি তাদের কাছে সেই স্বপ্ন ব্যক্ত
করলাম, কিন্তু তারা আমাকে তার অর্থ বলতে পারল না। ৫ অবশেষে দানিয়েল—যাঁর নাম আমার
দেবের নাম অনুসারে বেল্টেশাজার—যাঁর অন্তরে পবিত্র দেবদের আত্মা বিরাজ করে, তিনি আমার
সাক্ষাতে এলেন, আর আমি তাঁর কাছে সেই স্বপ্ন ব্যক্ত করলাম; যথা: ৬ ‘হে মন্ত্রজালিকদের প্রধান
বেল্টেশাজার, আমি জানি, তোমার অন্তরে পবিত্র দেবদের আত্মা বিরাজ করে, এবং কোন রহস্য
তোমার পক্ষে দুরূহ নয়; আমি স্বপ্নে যে যে দর্শন পেয়েছি, তা ও তার অর্থ আমার কাছে ব্যক্ত কর।

৭ শয্যায় শুয়ে আমার মনে যে দর্শন দেখা দিল, তা এই:
আমি চেয়ে দেখলাম,
আর দেখ, পৃথিবীর মধ্যস্থলে একটা গাছ রয়েছে,
উচ্চতায় তা বিশাল।
৮ গাছটা বৃদ্ধি পেয়ে বলবান ও উচ্চতায় আকাশছোঁয়াই হল,

তা সমস্ত পৃথিবীর প্রান্ত থেকেই দেখা যেতে পারত।
৯ তার পাতা সুন্দর ও তার ফল প্রচুর ছিল,
তার মধ্যে সকলের জন্য খাদ্য ছিল ;
তার ছায়ায় বন্যজন্তুরা আশ্রয় নিত,
তার শাখায় আকাশের পাখিরা বাসা বাঁধত,
এবং সমস্ত প্রাণী তা থেকে পুষ্টি পেত।

১০ আমি শয্যায় শুয়ে, আমার মনে যে দর্শন দেখা দিচ্ছিল, তা লক্ষ করছিলাম, আর দেখ, একজন প্রহরী, পবিত্র এক ব্যক্তি, স্বর্গ থেকে নেমে এলেন।

১১ তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন,
গাছটা কাট, তার শাখা কেটে ফেল,
তার পাতা ঝেড়ে ফেল, তার ফল ছড়িয়ে দাও ;
তার তলা থেকে পশুরা ও তার শাখা থেকে পাখিরা পালিয়ে যাক।
১২ কিন্তু মাটিতে তার মূলের কাণ্ডকে
লোহা ও ব্রঞ্জের শেকলে আবদ্ধ করে
মাঠের কোমল ঘাসের মধ্যে রাখ ;
গাছটা আকাশের শিশিরে ভিজুক,
এবং তার শেষ দশা হোক মাঠের পশুদের সঙ্গে।
১৩ তার হৃদয়ের পরিবর্তন হোক,
ও তাকে মানুষের হৃদয়ের বদলে পশুরই হৃদয় দেওয়া হোক :
তার উপর দিয়ে সাত কাল কেটে যাবে।
১৪ একথা প্রহরীবর্গের সিদ্ধান্তে জারীকৃত,
ও বিষয়টা পবিত্রজনদের দ্বারাই ঘোষিত,
যাতে জীবিত সকল মানুষ জানতে পারে যে,
মানব রাজ্যের উপরে পরাৎপরই কর্তৃত্ব করেন :
তিনি যাকে তা দিতে ইচ্ছা করেন, তাকে তা দেন,
ও মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নীচ লোককেও
তার উপরে নিযুক্ত করেন।

১৫ এ সেই স্বপ্ন, যা আমি নেবুকাদ্রেজার রাজা দেখেছি। এখন হে বেল্টেশাজার, তার অর্থ আমাকে বল। তুমিই তা বলতে পার, কেননা আমার রাজ্যের কোন জ্ঞানীগুণী আমাকে তার অর্থ বলতে পারে না, যেহেতু তোমারই অন্তরে পবিত্র দেবদের আত্মা বিরাজ করে।'

১৬ তখন বেল্টেশাজার নামে পরিচিত দানিয়েল কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, ভাবনায় বিহ্বল হলেন। রাজা বললেন, 'হে বেল্টেশাজার, স্বপ্নটা ও তার অর্থ তোমাকে বিহ্বল না করুক।' বেল্টেশাজার উত্তরে বললেন, 'প্রভু আমার, এই স্বপ্ন আপনার শত্রুদেরই প্রতি প্রযোজ্য হোক, ও তার অর্থ আপনার বিপক্ষদেরই প্রতি সিদ্ধিলাভ করুক।
১৭ আপনি সেই যে গাছ দেখেছিলেন, যা বৃদ্ধি পেয়ে বলবান ও উচ্চতায় আকাশছোঁয়াই হল, ও যা সমস্ত পৃথিবীর প্রান্ত থেকে দেখা যেতে পারত,
১৮ যার সুন্দর সুন্দর পাতা ও প্রচুর প্রচুর ফল ছিল, যার মধ্যে সকলের জন্য খাদ্য ছিল, যার তলে বন্যজন্তুরা আশ্রয় নিত, যার শাখায় আকাশের পাখিরা বাসা বাঁধত,
১৯ হে রাজন্, সেই গাছ আপনি নিজেই : আপনি তো বৃদ্ধি পেয়ে বলবান হলেন, আপনার উচ্চতা আকাশছোঁয়া হল ও আপনার কর্তৃত্ব পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হল।
২০ মহারাজ দেখেছিলেন, একজন প্রহরী, একজন

পবিত্র ব্যক্তি, স্বর্গ থেকে নেমে আসছিলেন, আর বলছিলেন: গাছটা কাট, তা ধ্বংস কর, কিন্তু
মাটিতে তার মূলের কাণ্ডকে লোহা ও ব্রঞ্জের শেকলে আবদ্ধ করে মাঠের কোমল ঘাসের মধ্যে
রাখ; তা আকাশের শিশিরে ভিজুক, তার শেষ দশা হোক বন্যজন্তুদের সঙ্গে, যতদিন না তার উপর
দিয়ে সাত কাল কেটে যায়; ২১ হে মহারাজ, এর অর্থ এই, এবং আমার প্রভু মহারাজের উপরে যা
ঘটবার কথা, পরাৎপরের সেই নিরূপিত আজ্ঞা এ:

২২ আপনাকে মানবসমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে,
আপনার বসতি হবে বন্যজন্তুদের সঙ্গে,
বলদের মত আপনাকে ঘাস খাওয়ানো হবে,
আপনি আকাশের শিশিরে ভিজবেন,
এবং আপনার উপর দিয়ে সাত কাল কেটে যাবে,
যতদিন না আপনি স্বীকার করেন যে,
মানব রাজ্যের উপরে পরাৎপরই কর্তৃত্ব করেন:
তিনি যাকে তা দিতে ইচ্ছা করেন, তাকে তা দেন।

২৩ পরে এমন কথা বলা হয়েছিল, যেন গাছটার মূল ও তার কাণ্ড রেখে দেওয়া হয়: তার মানে,
আপনি যখন স্বীকার করবেন যে, স্বর্গই কর্তৃত্ব করেন, তখন আপনার রাজ্য আপনার হাতে
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। ২৪ সুতরাং, হে রাজন্, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন: দয়াধর্ম দ্বারা আপনার
সমস্ত পাপ এবং দীনদুঃখীদের প্রতি দয়া দেখিয়েই আপনার যত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করুন; হয়
তো আপনার শান্তিকাল প্রসারিত হবে।'
২৫ সেই সমস্ত কিছু নেবুকাদ্নেজার রাজার বেলায় সিদ্ধিলাভ করল। ২৬ বারো মাস পরে তিনি
বাবিলনের রাজপ্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছিলেন, ২৭ এমন সময় রাজা বলে উঠলেন, 'এ কি সেই মহতী
বাবিলন নয়, যা আমি আমার মাহাত্ম্যের গৌরবের উদ্দেশ্যে আমার মহাপ্রভাবেই রাজপ্রাসাদই বলে
নির্মাণ করেছি?' ২৮ রাজার মুখ থেকে এই বাণী নির্গত হতে না হতেই আকাশ থেকে এক কণ্ঠস্বর
ধ্বনিত হল:

'হে রাজন্ নেবুকাদ্নেজার!
তোমাকে উদ্দেশ করে কথা বলা হচ্ছে:
তোমার রাজ-অধিকার তোমা থেকে কেড়ে নেওয়া হল!
২৯ তোমাকে মানবসমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে,
তোমার বসতি হবে বন্যজন্তুদের সঙ্গে,
বলদের মত তোমাকে ঘাস খাওয়ানো হবে,
ও তোমার উপর দিয়ে সাত কাল কেটে যাবে,
যতদিন না তুমি স্বীকার কর যে,
মানব রাজ্যের উপরে পরাৎপরই কর্তৃত্ব করেন:
তিনি যাকে তা দিতে ইচ্ছা করেন, তাকে তা দেন।'

৩০ সেই মুহূর্তেই নেবুকাদ্নেজারের বেলায় সেই বাণী সিদ্ধিলাভ করল: তাঁকে মানবসমাজ থেকে
তাড়িয়ে দেওয়া হল, তিনি বলদের মত ঘাস খেতে লাগলেন, তাঁর শরীর আকাশের শিশিরে ভিজল,
ক্রমে তাঁর লোম ঈগলের পালকের মত, ও তাঁর নখ পাখির নখরের মত হয়ে উঠল।
৩১ 'কিন্তু সেই সময় শেষে আমি নেবুকাদ্নেজার স্বর্গের দিকে চোখ তুললাম, ও আমার মধ্যে
চেতনা ফিরে এল; তাই আমি পরাৎপরকে ধন্যবাদ জানালাম এবং সেই চিরজীবনময় ঈশ্বরের

প্রশংসা ও গৌরবকীর্তন করলাম

যাঁর কর্তৃত্ব চিরকালীন কর্তৃত্ব,
ও যাঁর রাজ্য যুগযুগস্থায়ী।
৩২ পৃথিবীর অধিবাসী সকলে
তাঁর সামনে শূন্যতাই যেন;
তিনি স্বর্গীয় বাহিনী ও মর্ত অধিবাসীদের উপরে
যেমন খুশি তেমনি করেন।
এমন কেউই নেই যে তাঁর হাত থামিয়ে দেবে,
ও তাঁকে বলবে: তুমি কী করছ?

৩৩ সেই মুহূর্তে আমার মধ্যে চেতনা ফিরে এল, এবং আমার রাজ্যের গৌরবার্থে আমার প্রতাপ ও
গরিমা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল: আমার মন্ত্রীরা ও আমার অমাত্যেরা আমার অন্বেষণ করল,
এবং আমি আমার রাজ্যে পুনঃস্থাপিত হলাম, ও আমার মহিমা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেল। ৩৪ এখন
আমি নেবুকাদ্নেজার সেই স্বর্গরাজের প্রশংসা, বন্দনা ও গৌরবকীর্তন করি, যাঁর সমস্ত কাজ সত্যময়,
ও যাঁর সকল পথ ন্যায্য: সগর্বে চলে যারা, তিনি তাদের অবনমিত করতে সক্ষম।’

বেল্শাজারের ভোজসভা

৫ বেল্শাজার রাজা তাঁর এক হাজার প্রজাপ্রধানের জন্য এক মহাভোজের আয়োজন করলেন, এবং
সেই এক হাজার লোকের চোখের সামনে আঙুররস পান করতে বসলেন। ২ যথেষ্ট আঙুররস পান
করার পর বেল্শাজার এই হুকুম দিলেন, যেরুসালেমে একসময় যে মন্দির ছিল, তা থেকে তাঁর
পিতা নেবুকাদ্নেজার সোনার ও রুপোর যে সকল পাত্র নিয়ে এসেছিলেন, তা যেন আনা হয়, যাতে
রাজা ও তাঁর প্রজাপ্রধানেরা, তাঁর পত্নীরা ও তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত স্ত্রীলোকেরা সেই পাত্রগুলিতেই
পান করতে পারেন। ৩ তখন যেরুসালেমে পরমেশ্বরের গৃহ-মন্দির থেকে তুলে নেওয়া ওই সোনার
পাত্রগুলো আনা হল, এবং রাজা ও তাঁর প্রজাপ্রধানেরা, তাঁর পত্নীরা ও তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত
স্ত্রীলোকেরা সেই সকল পাত্রে পান করলেন। ৪ তাঁরা আঙুররস পান করতে করতে সোনা, রুপো,
ব্রঞ্জ, লোহা, কাঠ ও পাথরের সেই দেব-দেবীর প্রশংসা করতে লাগলেন। ৫ ঠিক সেই মুহূর্তে একটা
মানুষের হাত দেখা দিল যার আঙুল রাজকক্ষের দেওয়ালের লেপের উপরে, দীপাধারের উল্টো
দিকেই, লিখতে লাগল; সেই আঙুলটাকে লিখতে দেখে ৬ রাজার মুখ বিবর্ণ হল, মনে তিনি বিহ্বল
হলেন, তাঁর কোমরের গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ল ও তাঁর হাঁটুতে হাঁটু ঠেকতে লাগল। ৭ রাজা চিৎকার
করে গণক, কাল্দীয় ও জ্যোতির্বেত্তাদের ডাকিয়ে আনতে আদেশ দিলেন। তারা এলে রাজা
বাবিলনের জ্ঞানীগুণীদের বললেন, ‘যে কেউ সেই লেখাটা পড়ে তার অর্থ আমাকে জানাতে পারবে,
সে বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হবে, গলায় তাকে সোনার হার দেওয়া হবে, এবং যে তিনজনের হাতে
রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, সে তাদের একজন হবে।’ ৮ তখন রাজার জ্ঞানীগুণীরা ভিতরে এল,
কিন্তু সেই লেখা পড়তে বা তার অর্থ রাজাকে জানাতে পারল না। ৯ বেল্শাজার রাজা খুবই বিহ্বল
হলেন ও তাঁর মুখ আরও বিবর্ণ হল; তাঁর প্রজাপ্রধানেরাও দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

১০ তখন রাজা ও তাঁর প্রজাপ্রধানদের সেই কোলাহলে আকর্ষিতা হয়ে রানী ভোজশালায় এলেন;
রানী বললেন, ‘হে রাজন্, চিরজীবী হোন! ভাবনায় বিহ্বল হবেন না, আপনার মুখ এত বিবর্ণ না
হোক; ১১ আপনার রাজ্যে এমন একজন আছেন যাঁর অন্তরে পবিত্র দেবদের আত্মা বিরাজ করে;
আপনার পিতার সময়ে তাঁর মধ্যে আলো, সুবুদ্ধি ও এমন প্রজ্ঞা দেখা গেল যা দেবদেরই প্রজ্ঞার
তুল্য; এবং আপনার পিতা নেবুকাদ্নেজার রাজা—হ্যাঁ, রাজন্, আপনার পিতাই তাঁকে

মন্ত্রজালিকদের, গণকদের, কাল্দীয়দের ও জ্যোতির্বেত্তাদের প্রধান বলে নিযুক্ত করেছিলেন। ১২ সেই
দানিয়েলে—রাজা যাঁকে বেল্টেশাজার নাম দিয়েছিলেন—এমন সূক্ষ্ম আত্মা, জ্ঞান ও সুবুদ্ধি পাওয়া
গেছিল যা দ্বারা তিনি স্বপ্নের অর্থ বলতে, রহস্য অনাবৃত করতে ও ধাঁধা ভাঙতে সমর্থ ছিলেন।
সুতরাং দানিয়েলকে আহ্বান করা হোক, আর তিনি এর অর্থ জানাবেন।'
১৩ তখন দানিয়েলকে রাজার সাক্ষাতে আনা হল; রাজা দানিয়েলকে বললেন, 'আমার পিতা
মহারাজ যুদা থেকে যাদের দেশছাড়া করে এনেছিলেন, সেই নির্বাসিত ইহুদী লোকদের একজন
তুমিই কি সেই দানিয়েল? ১৪ তোমার সম্বন্ধে আমি শুনতে পেয়েছি যে, তোমার অন্তরে দেবদের
আত্মা বিরাজ করে, এবং তোমার মধ্যে আলো, সুবুদ্ধি ও অসাধারণ প্রজ্ঞাই রয়েছে। ১৫ এই লেখা
পড়ে তার অর্থ আমাকে জানাবার জন্য একটু আগে আমার সামনে জ্ঞানীগুণী ও গণকদের আনা
হয়েছে, কিন্তু তারা পারল না। ১৬ এখন, আমাকে বলা হয়েছে যে, অর্থ প্রকাশ করতে ও ধাঁধা
ভাঙতে তুমি দক্ষ। সুতরাং, যদি তুমি এই লেখা পড়তে ও তার অর্থ আমাকে জানাতে পার, তাহলে
বেগুনি কাপড়ে ভূষিত হবে, তোমার গলায় সোনার হার দেওয়া হবে, এবং যে তিনজনের হাতে
রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, তুমি তাদের একজন হবে।'
১৭ দানিয়েল রাজাকে উদ্দেশ করে বললেন: 'আপনার উপহার আপনারই থাকুক, আপনার
পুরস্কারও অন্যকে দিন; কিন্তু আমি মহারাজের কাছে লেখাটা পড়ব ও তার অর্থ তাঁকে জানাব। ১৮
হে রাজন্, পরাৎপর পরমেশ্বর আপনার পিতা নেবুকাদ্নেজারকে রাজ্য, মহিমা, গৌরব ও প্রতাপ
দিয়েছিলেন; ১৯ তিনি তাঁকে যে মহিমা দিয়েছিলেন, তার জন্য সমস্ত জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ
তাঁর সামনে কাঁপত, তাঁকে ভয় করত; তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হত্যা করতেন, যাকে ইচ্ছা তাকে
বাঁচিয়ে রাখতেন, যাকে ইচ্ছা তাকে উন্নীত করতেন ও যাকে ইচ্ছা তাকে নমিত করতেন। ২০ কিন্তু
তাঁর হৃদয় যখন গর্বে স্ফীত হল ও তাঁর আত্মা দুঃসাহসে জেদি হল, তখন তাঁকে সিংহাসন থেকে
বিচ্যুত করা হল ও তাঁর গৌরব হরণ করা হল। ২১ তাঁকে মানবসমাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল,
তাঁর হৃদয় পশুদের হৃদয়ের সমান হল, তিনি বন্য গাধাদের সঙ্গে বাস করলেন, ও বলদের মত
ঘাস খেলেন; তাঁর শরীর আকাশের শিশিরে ভিজল, যতদিন না স্বীকার করলেন যে, মানব রাজ্যের
উপরে পরাৎপর পরমেশ্বরই কর্তৃত্ব করেন, ও তার উপরে যাকে ইচ্ছা তাকে নিযুক্ত করেন। ২২ আর
তাঁর পুত্র যে আপনি, হে বেল্শাজার, আপনি এই সমস্ত কিছু জানা সত্ত্বেও হৃদয় অবনমিত করেননি।
২৩ এমনকি, স্বর্গের প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং তাঁর গৃহের নানা পাত্র আপনার সামনে আনা
হয়েছে, আর আপনি, আপনার প্রজাপ্রধানেরা, আপনার পত্নীরা ও আপনার পরিচর্যায় নিযুক্ত
স্ত্রীলোকেরা সেগুলিতে আঙুররস পান করেছেন; এবং রুপো, সোনা, ব্রঞ্জ, লোহা, কাঠ ও পাথরের
যে দেব-দেবী দেখতে পারে না, শুনতে পারে না, কিছু বুঝতেও পারে না, আপনি সেগুলোরই
প্রশংসা করেছেন; কিন্তু আপনার শ্বাস যাঁর হাতে, ও আপনার সকল পথ যাঁর অধীন, সেই
পরমেশ্বরের প্রতি আপনি শ্রদ্ধা দেখাননি। ২৪ এজন্য তাঁর কাছ থেকে সেই হাত পাঠানো হল যা এই
সমস্ত কথা লিখল।
২৫ যা লেখা আছে, তা এ: *মেনে, মেনে, তেকেল,* এবং *পার্সিন*; ২৬ এবং এর অর্থ এ: *মেনে*—
ঈশ্বর আপনার রাজ্য পরিমাপ করেছেন ও তার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন; ২৭ *তেকেল*—দাঁড়িপাল্লায়
আপনাকে ওজন করা হয়েছে ও দেখা গেল, ওজন কম; ২৮ *পার্সিন*—আপনার রাজ্য বিভক্ত করা হল
ও মেদীয় ও পারসিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল।' ২৯ তখন বেল্শাজারের আজ্ঞায় দানিয়েল বেগুনি
কাপড়ে ভূষিত হলেন, তাঁর গলায় সোনার হার দেওয়া হল, এবং যে তিনজনের হাতে
রাজ-শাসনের ভার রয়েছে, প্রকাশ্য প্রচারে তাঁকে তাদের একজন বলে ঘোষণা করা হল।
৩০ ঠিক সেই রাতে কাল্দিয়া-রাজ বেল্শাজারকে হত্যা করা হয়;

৬ মেদীয় দারিউস রাজ্য নিলেন; তাঁর বয়স তখন প্রায় বাষট্টি বছর।

সিংহের গর্তে দানিয়েল

[২] দারিউস নিজের অভিপ্রায়মত রাজ্যের সমস্ত প্রদেশে একশ' কুড়িজন ক্ষিতিপাল নিযুক্ত করলেন
[৩] ও তাঁদের উপরে তিনজন গণপালকে রাখলেন; সেই তিনজনের মধ্যে দানিয়েল ছিলেন একজন।
এঁদেরই কাছে ওই ক্ষিতিপালদের হিসাব দেওয়ার কথা, যেন রাজাকে প্রবঞ্চনা করা না হয়। [৪]
অন্যান্য গণপাল ও ক্ষিতিপালদের চেয়ে দানিয়েল শ্রেষ্ঠই ছিলেন, কারণ তাঁর অন্তরে এমন
অসাধারণ আত্মা বিরাজ করছিল যে, রাজা ভাবছিলেন, তাঁকে সমগ্র রাজ্যের উপরে নিযুক্ত করবেন।
[৫] ফলে গণপাল ও ক্ষিতিপাল সকলেই রাজ-ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দানিয়েলের কোন একটা দোষ
ধরতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাঁর বেলায় অভিযোগ করার মত বা অবহেলা দেখাবার মত কিছুই
পেতে পারলেন না; তিনি এমনই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, তাঁর মধ্যে প্রবঞ্চনা বা অবহেলার লেশমাত্র ছিল
না। [৬] তাই তাঁরা ভাবলেন, 'তার ঈশ্বরের বিধান বিষয়ে ছাড়া আমরা ওই দানিয়েলের বিরুদ্ধে অন্য
কোন দোষ পাব না।' [৭] তাই সেই গণপালেরা ও ক্ষিতিপালেরা একজোট হয়ে রাজাকে গিয়ে
বললেন, 'মহারাজ দারিউস, চিরজীবী হোন! [৮] রাজ্যের গণপালেরা, প্রদেশপালেরা, ক্ষিতিপালেরা,
মন্ত্রীরা ও গণশাসকেরা সকলে মিলে এবিষয়ে একমত যে, এমন রাজাজ্ঞা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি
করা হোক, যা অনুসারে যে কেউ আজ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে মহারাজের কাছে ছাড়া অন্য কোন
দেবতা বা মানুষের কাছে আবেদন জানায়, তবে হে রাজন্, তাকে সিংহের গর্তে ফেলা হবে। [৯]
এখন, হে রাজন্, আপনি সেই নিষেধাজ্ঞা স্থির করে বিধিপত্রে স্বাক্ষর দিন, যেন মেদীয়দের ও
পারসিকদের অন্যান্য আইনেরই মত অপরিবর্তনীয় হয় যা বাতিল হবার নয়।' [১০] তখন দারিউস
রাজা সেই পত্রে স্বাক্ষর দিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন।

[১১] দানিয়েল যখন জানতে পারলেন, পত্রটা স্বাক্ষরিত হয়েছে, তখন ঘরের মধ্যে গেলেন; তাঁর
কক্ষের জানালা যেরুসালেমমুখী ছিল; তিনি দিনে তিনবার জানুপাত করে তাঁর ঈশ্বরের উদ্দেশে
প্রার্থনা ও স্তুতি নিবেদন করলেন—যেমন আগেও করতেন। [১২] সেই লোকেরা একজোট হয়ে এসে
দেখতে পেলেন, দানিয়েল তাঁর ঈশ্বরের কাছে আবেদন ও মিনতি নিবেদন করছেন। [১৩] তাই সঙ্গে
সঙ্গে রাজার কাছে গিয়ে তাঁরা তাঁর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে তাঁকে বললেন: 'হে রাজন্, আপনি কি এই
নিষেধপত্রে স্বাক্ষর দেননি যে, যে কেউ আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে মহারাজের কাছে ছাড়া অন্য
দেবতা বা মানুষের কাছে আবেদন জানায়, তাকে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হবে?' রাজা উত্তরে
বললেন, 'হ্যাঁ; ঠিক তাই স্থির করা হয়েছে, যেমন মেদীয়দের ও পারসিকদের সকল আইন যা
বাতিল হবার নয়।' [১৪] তখন রাজার এই কথায় তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আচ্ছা, নির্বাসিত ইহুদীদের
একজন, সেই দানিয়েল, আপনাকে, হে রাজন্, ও আপনার স্বাক্ষরিত নিষেধাজ্ঞাও অমান্য করে;
বস্তুত সে দিনে তিনবার প্রার্থনা করে।' [১৫] তেমন কথা শুনে রাজা খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, মনে মনে
ভাবছিলেন কেমন করে দানিয়েলকে নিস্তার করতে পারবেন, এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁকে বাঁচাবার জন্য
সবদিক দিয়ে চেষ্টা করলেন। [১৬] কিন্তু সেই লোকেরা রাজার উপরে চাপ দিয়ে তাঁকে বলতে
লাগলেন, 'মহারাজ, মনে রাখবেন, মেদীয়দের ও পারসিকদের আইন অনুসারে রাজা যে নিষেধাজ্ঞা
বা বিধিতে একবার স্বাক্ষর দিয়েছেন, তা আর বদলানো যায় না।' [১৭] তখন রাজা হুকুম দিলেন যেন
দানিয়েলকে গ্রেপ্তার করে সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়। দানিয়েলকে উদ্দেশ করে রাজা বললেন,
'যাঁকে তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে থাক, সেই ঈশ্বর তোমাকে নিস্তার করুন!' [১৮] পরে একটা পাথর
আনা হলে তা গর্তের মুখে বসানো হল, এবং কেউ যেন দানিয়েলের দশার পরিবর্তন ঘটাতে না
পরে, সেজন্য রাজা তাঁর আঙটি দিয়ে ও প্রজাপ্রধানদের আঙটি দিয়ে পাথরটার উপরে সীলমোহর

করে দিলেন। ১৯ পরে রাজা রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে উপবাস পালন করে রাত কাটালেন, তাঁর কাছে
কোন উপপত্নীকে পাঠানো হল না, তাঁর ঘুমও হল না।
২০ পরদিন রাজা খুব সকালে উঠে শীঘ্রই সিংহের গর্তের দিকে গেলেন; ২১ গর্তের কাছাকাছি এসে
পৌঁছে তিনি কাতর কণ্ঠে দানিয়েলকে ডাকতে লাগলেন: 'হে জীবনময় ঈশ্বরের দাস দানিয়েল,
যাঁকে তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে থাক, তোমার সেই ঈশ্বর কি সিংহের কবল থেকে তোমাকে
নিস্তার করতে পেরেছেন?' ২২ দানিয়েল উত্তরে বললেন, 'হে রাজন্, চিরজীবী হোন! ২৩ আমার ঈশ্বর
তাঁর দূত পাঠিয়ে সিংহদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন; তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, কারণ তাঁর
সামনে আমি নিরপরাধী বলে গণ্য হয়েছি; আপনার সামনেও, হে রাজন্, আমি কোন অপরাধ
করিনি।' ২৪ এতে রাজা খুবই আনন্দিত হলেন, এবং দানিয়েলকে গর্ত থেকে তুলে নিতে আজ্ঞা
করলেন। গর্ত থেকে তাঁকে তুলে নিলে তাঁর দেহে কোন রকম আঘাত দেখা গেল না, কারণ তিনি
তাঁর ঈশ্বরে আস্থা রেখেছিলেন।
২৫ তখন রাজা হুকুম দিলেন, যারা দানিয়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল, যেন তাদের এনে
সিংহের গর্তে ফেলে দেওয়া হয়, তাদের ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীদেরও যেন সেখানে ফেলে দেওয়া হয়।
আর তারা গর্তের তলা স্পর্শ করতে না করতেই সিংহেরা তাদের আক্রমণ করে তাদের হাড়
চূর্ণবিচূর্ণ করল।
২৬ তখন দারিউস রাজা সমস্ত পৃথিবীর জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষের কাছে এই পত্র লিখলেন:
'সকলের মহাশান্তি হোক! ২৭ আমার এই রাজাজ্ঞা অনুসারে, আমার অধীনস্থ সমগ্র রাজ্য জুড়ে
সকলে দানিয়েলের ঈশ্বরকে সম্মান করুক ও ভয় করুক, কারণ

তিনি জীবনময় ঈশ্বর ও চিরকালস্থায়ী;
তাঁর রাজ্য অবিনাশ্য,
তাঁর আধিপত্য অন্তহীন।
২৮ তিনি নিস্তার করেন ও উদ্ধার করেন,
স্বর্গে ও মর্তে চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ সাধন করেন;
তিনি দানিয়েলকে সিংহদের কবল থেকে নিস্তার করেছেন।'

২৯ এই দানিয়েল দারিউসের ও পারসিক সাইরাসের রাজত্বকালে সমৃদ্ধিশীল ছিলেন।

চার পশু ও মানবপুত্র

৭ বাবিলন-রাজ বেল্শাজারের প্রথম বর্ষে দানিয়েল শয্যায় শুয়ে থাকাকালে একটা স্বপ্ন দেখলেন, ও
তাঁর মনে নানা দর্শনও দেখা দিল। তিনি সেই স্বপ্নের একটা বিবরণী লিখলেন; বিবরণীতে
দানিয়েল বলেন:
২ আমি রাত্রিবেলায় একটা দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময় আকাশের চারবায়ু প্রচণ্ড বেগে
মহাসমুদ্রের উপরে বইতে লাগল, ৩ আর বিশাল চারটে পশু সমুদ্র থেকে বেরিয়ে উঠতে লাগল—
সেগুলোর প্রত্যেকের চেহারা আলাদা ছিল: ৪ প্রথমটা ছিল সিংহের মত, তার ডানাও ছিল, ঈগল
পাখির ডানার মত। আমি দেখতে দেখতে তার সেই দুই ডানা কেড়ে নেওয়া হল, এবং মাটি থেকে
উচ্চতে তোলা হলে তাকে মানুষের মত দুই পায়ে দাঁড় করানো হল ও মানব হৃদয় তাকে দেওয়া
হল। ৫ পরে দেখ, ভালুকের মত দ্বিতীয় একটা পশু: তা এক পাশে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল, এবং
তার মুখে, তার দাঁতেই, তিনটে পাঁজরের হাড় ছিল; তাকে বলা হল: ওঠ, প্রচুর মাংস গ্রাস কর। ৬
এর পরে আমি তাকিয়ে আছি, এমন সময় চিতাবাঘের মত আর একটা পশু উপস্থিত: তার পিঠে
পাখির মত চারটে ডানা ছিল; তার চারটে মাথাও ছিল; একে কর্তৃত্ব দেওয়া হল।

৭ আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময় ভয়ঙ্কর, সন্ত্রাসজনক ও খুবই শক্তিশালী
চতুর্থ একটা পশু দেখা দিল: তার বিশাল লৌহ দাঁত ছিল; তা সবকিছু গ্রাস করছিল ও চূর্ণবিচূর্ণ
করছিল, আর বাকিটুকু পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছিল; আগের পশুদের চেয়ে এটা আলাদা ছিল—তার ছিল
দশটা শিঙ! ৮ আমি তখনও সেই শিঙের দিকে তাকিয়ে আছি, আর দেখ, সেগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র আর
একটা শিঙ গজে উঠছে, আর এটা যেন জায়গা পায়, আগের শিঙগুলির তিনটে শিঙ উপড়ে ফেলা
হল; আর দেখ, ওই শিঙে ছিল মানুষের চোখের মত চোখ ও একটা মুখ যা দম্ভ-ভরা কথা বলে।

৯ আমি তখনও তাকিয়ে আছি,
এমন সময় কয়েকটা সিংহাসন এনে রাখা হল,
এবং প্রাচীন একজন আসন নিলেন:
তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র,
ও তাঁর মাথার চুল পশমের মত শুভ্র;
তাঁর সিংহাসন ছিল অগ্নিশিখার মত,
তার চাকাগুলো জ্বলন্ত আগুনের মত।
১০ তাঁর সম্মুখ থেকে অগ্নি-স্রোত নির্গত হয়ে বয়ে চলছিল;
লক্ষ লক্ষ কারা যেন তাঁর সেবা করছিল,
এবং কোটি কোটি কারা যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।
তখন বিচারসভা আসন নিল,
ও পুস্তকগুলো খোলা হল।

১১ আমি তাকিয়ে রইলাম; আর ওই শিঙ যে দম্ভ-ভরা কথা উচ্চারণ করছিল, তার তীব্র শব্দে
আমি তখনও সেদিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমি দেখলাম, পশুটাকে বধ করা হল, ও তার
দেহ বিনষ্ট হলে পর আগুনের উপরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল। ১২ অন্য পশুগুলো নিজ নিজ কর্তৃত্ব
থেকে বঞ্চিত হল, এবং তাদের আয়ু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই স্থির করা হল।

১৩ আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম,
এমন সময়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে
মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন:
সেই প্রাচীনজনের কাছে এসে উপস্থিত হলে
তাঁকে তাঁর সাক্ষাতে আনা হল;
১৪ তাঁকে আরোপ করা হল
কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার;
সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ
তাঁর সেবায় নিবদ্ধ হল।
তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন কর্তৃত্ব
যা কখনও লোপ পাবে না,
এবং তাঁর রাজ্য কখনও বিলুপ্ত হবে না।

১৫ আমি, দানিয়েল, আমার দেহের মধ্যে আত্মায় বিষণ্ন হলাম, আমার মনের নানা দর্শন আমাকে
এতই বিহ্বল করেছিল! ১৬ যাঁরা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের একজনের কাছে এগিয়ে গিয়ে এই
সমস্ত কিছুর প্রকৃত অর্থ জিজ্ঞাসা করলাম, আর তিনি আমাকে তার অর্থ এই বলে প্রকাশ করলেন:
১৭ 'ওই চারটে বিশাল পশু হল চার রাজা, পৃথিবী থেকেই যাদের উদ্ভব হবে; ১৮ কিন্তু পরাৎপরের

পবিত্রজনেরা রাজ্য গ্রহণ করবে এবং রাজত্ব করবে চিরকাল—যুগে যুগে চিরকাল।' [১৯] আমি তখন
সেই চতুর্থ পশুর আসল কথা জানতে চাইলাম, সেই যে পশু অন্য সকল পশুর চেয়ে আলাদা ও
অধিক ভয়ঙ্কর, যার দাঁত লোহার ও নখ ব্রঞ্জের, যা সবকিছু গ্রাস করছিল ও চূর্ণবিচূর্ণ করছিল ও
বাকিটুকু পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছিল। [২০] আর তার মাথায় সেই দশটা শিঙের অর্থ, ও যে অন্য শিঙটা
গজে উঠেছিল, যার সামনে তিনটে শিং পড়ে গেল; আবার জানতে চাইলাম সেই শিঙের আসল
কথা, যে শিঙের চোখ ছিল ও এমন মুখ ছিল যা দম্ভ-ভরা কথা বলছিল, এবং অন্য শিঙগুলোর চেয়ে
যা বড় দেখাচ্ছিল। [২১] আমি তাকিয়ে দেখছিলাম, এমন সময়ে সেই শিঙ পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করে তাদের উপর বিজয়ী হচ্ছিল, [২২] যতক্ষণ না সেই প্রাচীনজন এলেন; তখন পরাৎপরের
পবিত্রজনদের পক্ষে বিচার সম্পন্ন করা হল, এবং সেই সময় এল যখন পবিত্রজনদেরই রাজ্যভার
গ্রহণ করার কথা।

[২৩] তাই তিনি আমাকে একথা বললেন:

'চতুর্থ পশুটা হল পৃথিবীর চতুর্থ এক রাজ্য,
যা সকল রাজ্যের চেয়ে আলাদা হবে
ও সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করবে,
মাড়িয়ে দেবে ও চূর্ণবিচূর্ণ করবে।
[২৪] তার দশটা শিঙের অর্থ এ:
ওই রাজ্য থেকে দশ রাজার উদ্ভব হবে,
আর তাদের পরে আর এক রাজার উদ্ভব হবে,
যে আগেকার রাজাদের চেয়ে আলাদা হবে,
ও সেই তিন রাজাকে ভূপাতিত করবে;
[২৫] সে পরাৎপরকে টিটকারি দেবে,
পরাৎপরের পবিত্রজনদের উৎপীড়ন করবে,
এবং উপাসনা-কাল ও বিধান বদলাবার কথাও ভাববে;
পবিত্রজনেরা এক কাল, নানা কাল ও অর্ধেক কালের জন্য
তার হাতে সমর্পিত হবে।
[২৬] পরে বিচার সম্পন্ন হবে,
আর তার কর্তৃত্ব তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হবে,
অবশেষে তাকে নিঃশেষে বিনাশ করা হবে,
সে নিশ্চিহ্নই হয়ে যাবে।
[২৭] তখন রাজ-অধিকার, কর্তৃত্ব
ও সমস্ত আকাশের নিচের যত রাজ্যের মহিমা
সেই পরাৎপরেরই পবিত্র জনগণকে দেওয়া হবে,
যাঁর রাজ্য সনাতন রাজ্য,
বিশ্বের যত কর্তৃত্ব যাঁকে সেবা করবে
ও যাঁর প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করবে।'

[২৮] এইখানে বিবরণীর সমাপ্তি। আমি দানিয়েল মনে খুবই বিহ্বল হলাম, আমার মুখ বিবর্ণ হল,
এবং এই সবকিছু হৃদয়ে গেঁথে রাখলাম।

ভেড়া ও ছাগের দর্শনলাভ

৮ বেল্শাজার রাজার রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে আমি দানিয়েল সেই প্রথম দর্শন পাবার পর আর
এক দর্শন পেলাম। [২] আমি দর্শনটা লক্ষ করছিলাম, এমন সময় দেখতে পেলাম, আমি এলাম
প্রদেশের সুসা রাজপুরীতে আছি; দর্শন লক্ষ করতে করতে এও দেখলাম যে, আমি উলাই নদীকূলে
আছি। [৩] আমি চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, এক ভেড়া নদীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে; তার
দু'টো শিঙ, দু'টোই উচ্চ, কিন্তু একটা অন্যটার চেয়ে খুবই উচ্চ, যদিও এ উচ্চতরটা পরেই গজে
উঠল। [৪] আমি দেখলাম, ভেড়াটা পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে ঢু মারছিল, আর তার সামনে কোন
পশু দাঁড়াতে পারছিল না, তার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে এমন কেউও ছিল না: পশুটা যা
খুশি তাই করছিল ও প্রভাবশালী হয়ে উঠল।

[৫] আমি ভালোমত লক্ষ করছিলাম, আর দেখ, পশ্চিমদিক থেকে এক ছাগ মাটি স্পর্শ না করেই
সমগ্র পৃথিবী পার হয়ে আসছিল; তার দুই চোখের মাঝখানে ছিল প্রকাণ্ড এক শিঙ। [৬] নদীর সামনে
দাঁড়িয়ে থাকা যে ভেড়াটা আমি দেখেছিলাম, সেই দুই শিঙওয়ালা ভেড়াটার কাছে এগিয়ে এসে
ছাগটা তার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে দৌড়তে লাগল। [৭] আর আমি দেখলাম যে, তাকে আক্রমণ
করার পর সে প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে ভেড়ার গায়ে ঢু মেরে তার দুই শিঙ ভেঙে ফেলল—তার
বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি ওই ভেড়ার আর রইল না; পরে সে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়ে পায়ে
মাড়াতে লাগল; তার হাত থেকে ভেড়াটাকে উদ্ধার করবে এমন কেউ ছিল না। [৮] পরে ছাগটা
আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠল, কিন্তু অধিক শক্তিশালী হলেই তার সেই প্রকাণ্ড শিঙ ভেঙে গেল, আর
সেটার জায়গায় আকাশের চারবায়ুমুখী অন্য চারটে প্রকাণ্ড শিঙ গজে উঠল।

[৯] সেই শিঙগুলির মধ্য থেকে ক্ষুদ্রতম এক শিঙ গজে উঠল যা দক্ষিণ ও পুবদিকে এবং শোভার
দেশের দিকে অধিক বৃদ্ধি পেতে লাগল; [১০] এমনকি আকাশমণ্ডলের বাহিনী পর্যন্তও বেড়ে উঠে সেই
বাহিনীর ও তারকারাজির একটা অংশ মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে পায়ে মাড়াতে লাগল। [১১] তা
বাহিনীপতিরও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল; তাঁর নিত্য বলিদান বাতিল করে দিল ও তাঁর পবিত্রধামের ভিত
উৎপাটন করল; [১২] সেনাবাহিনীকেও তা আলোড়িত করল, এবং নিত্য বলিদানের স্থানে অধর্মই
প্রতিষ্ঠিত করল ও সত্যকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল; তা তেমন কাজই করল, ও কৃতকার্যও হল!

[১৩] আমি শুনতে পেলাম, কে যেন এক পবিত্রজন কথা বলছেন, এবং যিনি কথা বলছিলেন, তাঁকে
আর এক পবিত্রজন জিজ্ঞাসা করলেন: 'নিত্য বলিদান যে বাতিল করা হল, অধর্ম যে সবকিছু
ধ্বংস করছে, পবিত্রধাম ও বাহিনীকে যে মাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন দর্শন আর কতদিনের জন্য?'
[১৪] প্রথমজন উত্তরে তাঁকে বললেন: 'দু'হাজার তিনশ' সন্ধ্যা ও সকাল কেটে যাবে, পরে
পবিত্রধামের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।'

[১৫] আমি দানিয়েল তেমন দর্শন লক্ষ করছিলাম ও তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, আর দেখ,
পুরুষের মত দেখতে কে যেন একজন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন; [১৬] এবং আমি কার্ যেন
কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম যা উলাইয়ের মধ্য থেকে চিৎকার করে বলল: 'গাব্রিয়েল, দর্শনের অর্থ একে
বুঝিয়ে দাও।' [১৭] আমি তখন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি সেখানকার দিকে এগিয়ে এলেন, আর
তিনি একবার এসে উপস্থিত হলে আমি অভিভূত হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে
বললেন, 'হে আদমসন্তান, ভাল করে বুঝে নাও, কারণ এই দর্শন অন্তিমকাল সংক্রান্ত।' [১৮] তিনি
আমার সঙ্গে তখনও কথা বলছিলেন, এমন সময় আমি ঘোর নিদ্রায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম;
কিন্তু তিনি আমাকে স্পর্শ করে আবার দাঁড় করালেন। [১৯] তিনি বললেন: 'দেখ, ক্রোধের শেষকালে
যা ঘটবে, তা আমি তোমাকে প্রকাশ করি, কারণ দর্শন অন্তিমকাল সংক্রান্ত। [২০] তুমি যে পশুটাকে
দেখলে, যার দু'টো শিং ছিল, তা হল মেদীয় ও পারসিক রাজা। [২১] লোমশ ছাগটা হল গ্রীসদেশের

রাজা, এবং তার দু'চোখের মাঝখানে যে প্রকান্ড শিঙ, তা হচ্ছে প্রথম রাজা। [২২] তা যে ভেঙে গেল
ও তার জায়গায় যে আর চারটে শিঙ গজে উঠল, তার মর্মার্থ এই: সেই জাতি থেকে চার রাজ্যের
উদ্ভব হবে, কিন্তু ওটার মত তত পরাক্রমী হবে না।

[২৩] তাদের রাজ্যের শেষকালে
অধর্ম শেষ মাত্রায় পূর্ণ হলে
দুঃসাহসী ও কুটিলমনা এক রাজার উদ্ভব হবে;
[২৪] তার প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে উঠবে,
কিন্তু নিজেরই প্রভাবে নয়;
সে অসম্ভব মতলব খাটাবে,
তার সমস্ত প্রচেষ্টায় সফল হবে,
এবং শক্তিশালী মানুষদের ও পবিত্রজনদের জনগণকে বিনাশ করবে।
[২৫] তার কুটিলতার ফলে
তার হাতে ছলনার সমৃদ্ধি হবে,
সে নিজে গর্বিত-মনা হয়ে উঠবে,
এবং চাতুরি করে অনেকের বিনাশ ঘটাবে;
সে অধিপতিদের অধিপতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে,
কিন্তু কোন মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাকে ভেঙে দেওয়া হবে।
[২৬] সন্ধ্যা ও সকালের বিষয়ে যে দর্শন প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্য।
কিন্তু তুমি এই দর্শনের কথা গুপ্তই রাখ,
কারণ এ অনেক দিন পরের ব্যাপার।'

[২৭] এতে আমি দানিয়েল কিছু দিনের মত শ্রান্ত ও অসুস্থ হয়ে রইলাম; পরে উঠে আবার রাজার পরিচর্যায় আমার কাজ করে চললাম। দর্শনটার বিষয়ে আমি অভিভূত ছিলাম, কিন্তু তা বুঝতে পারছিলাম না।

সত্তর সপ্তাহ-বর্ষ

৯ মেদীয় বংশজাত আহাসুয়েরোসের সন্তান যে দারিউস কাল্দিয়া-রাজ্যের রাজপদে নিযুক্ত
হয়েছিলেন, তাঁর প্রথম বর্ষে, [২] তাঁর রাজত্বকালেরই প্রথম বর্ষে, আমি দানিয়েল শাস্ত্রগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন
করে সেই বছর-গণনায় ব্যস্ত ছিলাম, যে বছরের বিষয়ে প্রভু নবী যেরেমিয়ার কাছে কথা
বলেছিলেন, অর্থাৎ সেই সত্তর বছর, যা যেরুসালেমের উৎসন্ন-দশা শেষ হবার আগে অতিবাহিত
হওয়ার কথা। [৩] আমি উপবাস পালনে, চটের কাপড়ে ও ছাই মেখে প্রার্থনা ও মিনতি করতে করতে
প্রভু পরমেশ্বরের দিকে মুখ ফেরালাম, [৪] এবং আমার পরমেশ্বর প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে এই
স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করলাম: 'হে প্রভু, হে মহান ও ভয়ঙ্কর ঈশ্বর, তুমি যে তাদের প্রতি সন্ধি ও
কৃপা রক্ষা করে থাক যারা তোমাকে ভালবাসে ও তোমার আজ্ঞা পালন করে, [৫] আমরা পাপ করেছি,
শঠতা করেছি, দুষ্কর্ম করেছি, বিদ্রোহী হয়েছি, তোমার বিধি ও নিয়মনীতি থেকে সরে গেছি। [৬]
তোমার দাস সেই যে নবীরা তোমার নামে আমাদের রাজাদের, সমাজনেতাদের, পিতৃপুরুষদের ও
দেশের গোটা জনগণের কাছে কথা বলেছিলেন, তাঁদের কথায় আমরা কান দিইনি। [৭] প্রভু,
ধর্মময়তা তোমার, কিন্তু আমাদের রয়েছে শুধু মুখমন্ডলে লজ্জা, যেমনটি আজও দেখা যাচ্ছে: বস্তুত
যুদার মানুষ ও যেরুসালেম-অধিবাসীরা এবং গোটা ইস্রায়েল এই অবস্থায় রয়েছে, যারা নিকটবর্তী
বা দূরবর্তী, যারা সেই সকল দেশে রয়েছে, যেখানে তুমি তাদের বিক্ষিপ্ত করেছ, যেহেতু তারা

তোমার প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখিয়েছে। [৮] হে প্রভু, আমরা, আমাদের রাজারা, সমাজনেতারা ও
পিতৃপুরুষেরা সকলে ভীষণ লজ্জার যোগ্য, কারণ আমরা তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। [৯] করুণা ও
ক্ষমা আমাদের প্রভু পরমেশ্বরের! কারণ আমরা তাঁর প্রতি বিদ্রোহী হয়েছি, [১০] আমাদের পরমেশ্বর
প্রভুর প্রতি বাধ্য হইনি: তিনি তাঁর দাস সেই নবীদের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে যে সমস্ত
বিধিনিয়ম রেখেছেন, আমরা সেই পথে চলিনি। [১১] গোটা ইস্রায়েল-ই তোমার বিধান লঙ্ঘন করেছে,
তোমার প্রতি বাধ্যতা দেখাবার অনিচ্ছায় বিপথে গেছে, সেজন্য পরমেশ্বরের দাস মোশীর বিধানে
লেখা সেই শপথ করা অভিশাপ আমাদের উপরে বর্ষিত হয়েছে, কারণ আমরা পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে
পাপ করেছি।

[১২] আর আমাদের ও আমাদের শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে তিনি যে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন,
সেই সমস্ত বাণীর সিদ্ধি ঘটিয়ে আমাদের উপরে এমন ভারী অমঙ্গল এনেছেন, যার সমান,
আকাশের নিচে, যেরুসালেমের প্রতি কখনও ঘটেনি। [১৩] মোশীর বিধানে যেমন লেখা আছে, সেই
অনুসারে এই সমস্ত অমঙ্গল আমাদের উপরে এসেছে; তা সত্ত্বেও আমাদের শঠতা ত্যাগ না করায়
ও তোমার সত্যের প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায় আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখ প্রশমিত
করিনি। [১৪] প্রভু এই অমঙ্গলের প্রতি সজাগ থাকলেন, শেষে তা আমাদের উপরে আনলেন, কেননা
আমাদের পরমেশ্বর প্রভু তাঁর সমস্ত কাজে ধর্মময়, আর আমরা তাঁর প্রতি অবাধ্য হয়েছি। [১৫] প্রভু,
আমাদের পরমেশ্বর, তুমি তো শক্তিশালী হাতে মিশর দেশ থেকে তোমার আপন জনগণকে বের
করে এনেছিলে ও নিজের জন্য সুনাম অর্জন করেছিলে—যেমনটি আজও দেখা যাচ্ছে!—আমরা
পাপ করেছি, দুষ্কর্ম করেছি। [১৬] প্রভু, দোহাই তোমার, তোমার সমস্ত ধর্মময়তা অনুসারে
যেরুসালেমের প্রতি—তোমার আপন নগরী, তোমার পবিত্র পর্বতের প্রতিই তোমার ক্রোধ ও রোষ
প্রশমিত হোক, কেননা আমাদের পাপের কারণে ও আমাদের পিতৃপুরুষদের শঠতার কারণে
যেরুসালেম ও তোমার জনগণ চারদিকের সমস্ত লোকের টিটকারির পাত্র হয়েছে।

[১৭] এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর, তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতি শোন, এবং তোমার
উৎসন্নস্থান সেই পবিত্রধামের উপর—প্রভুর খাতিরে—তোমার শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল। [১৮] হে
আমার পরমেশ্বর, কান পেতে শোন, এবং চোখ উন্মীলিত করে আমাদের উৎসন্নস্থানের দিকে, সেই
নগরীর দিকেই চেয়ে দেখ, যা তোমার আপন নাম বহন করে! আমরা তো আমাদের ধর্মিষ্ঠতার
জোরে নয়, তোমার মহাস্নেহকেই হাতিয়ার করে তোমার সামনে আমাদের মিনতি রাখছি। [১৯] শোন,
প্রভু! ক্ষমা কর, প্রভু! শোন, প্রভু, আমাদের পক্ষসমর্থন কর! হে আমার পরমেশ্বর, তোমার
নিজের খাতিরেই আর দেরি করো না, কারণ তোমার নগরী ও তোমার জনগণ তোমার আপন নাম
বহন করে।'

[২০] আমি তখনও কথা বলছিলাম, তখনও প্রার্থনায় রত ছিলাম এবং আমার পাপ ও আমার জাতি
ইস্রায়েলের পাপ স্বীকার করছিলাম, এবং আমার পরমেশ্বরের পবিত্র পর্বতের জন্য আমার পরমেশ্বর
প্রভুর সামনে মিনতি নিবেদন করছিলাম, [২১] যখন আমার প্রার্থনার কথা শেষ হতে না হতেই সেই
গাব্রিয়েল—যাঁকে আমি প্রথম দর্শনে দেখেছিলাম—আমার কাছে দ্রুতবেগে উড়ে এলেন: তখন
সান্ধ্য বলিদানের সময়। [২২] আমাকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি আমাকে বললেন: 'দানিয়েল, আমি তোমাকে
উদ্বুদ্ধ করতে ও চেতনা দিতে এসেছি। [২৩] তোমার মিনতির আরম্ভ থেকেই একটা বাণী উদ্গত হল,
তাই আমি তোমাকে তার সংবাদ দিতে এসেছি, কারণ তুমি মহাপ্রীতির পাত্র। সুতরাং তুমি এখন
সেই বাণীতে মনোযোগ দাও আর এই দর্শন বুঝে নাও:

[২৪] তোমার জাতির ও তোমার পবিত্র নগরীর পক্ষে
অধর্মের শেষ দশা ঘটাবার জন্য,

পাপ মুছে দেবার জন্য,
অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য,
চিরস্থায়ী ধর্মময়তা আনবার জন্য,
দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে সপ্রমাণ করার জন্য,
ও মহাপবিত্রজনকে অভিষিক্ত করার জন্য,
সত্তর সপ্তাহ নিরূপিত হয়েছে।

[২৫] তাই তুমি জেনে রাখ, বুঝে নাও: "যেরুসালেম পুনর্নির্মাণ করতে ফিরে যাও" এই বাণী বের
হওয়ার সময় থেকে অভিষিক্ত এক জনপ্রধানের আগমন পর্যন্ত সাত সপ্তাহ হবে। বাষট্টি সপ্তাহ ধরে
যত খোলা জায়গা ও প্রাকার পুনর্নির্মিত হবে—তা সঙ্কটের সময়ই হবে। [২৬] এই বাষট্টি সপ্তাহ পরে
অভিষিক্ত একজনকে উচ্ছেদ করা হবে, কিন্তু তাঁর দোষে নয়; এবং ভাবীকালে আসন্ন জনপ্রধানের
এক জনগণ নগরীকে ও পবিত্রধাম ধ্বংস করবে; তার শেষ পরিণাম প্লাবন দ্বারা চিহ্নিত হবে, এবং
শেষ যুদ্ধ পর্যন্ত নিরূপিত সর্বনাশের পর সর্বনাশ হবে। [২৭] সে এক সপ্তাহ ধরে বহুজনের সঙ্গে দৃঢ়
সন্ধি স্থাপন করবে, এবং এক সপ্তাহের অর্ধেক কালের মধ্যে বলিদান ও অর্ঘ্য বাতিল করে দেবে;
[মন্দিরের] জঘন্য পাশটিতে এক সর্বনাশা বস্তু থাকবে, আর সেখানে শেষ পর্যন্তই থাকবে, অর্থাৎ
ততক্ষণ যতক্ষণ না সেই সর্বনাশা বস্তুর নিরূপিত উচ্ছেদ ঘটে।'

শেষ মহাদর্শন

১০ পারস্য-রাজ সাইরাসের তৃতীয় বর্ষে বেল্টেশাজার নামে পরিচিত দানিয়েলের কাছে এক বাণী
প্রকাশিত হল—সত্য ও মহাসঙ্ঘাত সংক্রান্তই এবাণী! তিনি বাণীর অর্থ বুঝলেন, দর্শনের অর্থও
তাঁকে বুঝতে দেওয়া হল।

[২] সেসময় আমি দানিয়েল তিন সপ্তাহ ধরে তপস্যা করছিলাম; [৩] এই তিন সপ্তাহ-কাল পূর্ণ না
হওয়া পর্যন্ত আমি সুস্বাদু খাবার খাইনি, আমার মুখে মাংস বা আঙুররস প্রবেশ করেনি, গায়ে
তেলও মাখাইনি। [৪] পরে, প্রথম মাসের চতুর্বিংশ দিনে যখন আমি মহানদীকূলে, সেই টাইগ্রীস
নদীকূলে ছিলাম, [৫] তখন চোখ তুলে তাকালাম, আর দেখ, ক্ষোমের পোশাক পরা ও কোমরে
উফাজের সোনার বন্ধনী বাঁধা কে যেন একজন! [৬] তাঁর দেহ বৈদূর্যমণির মত, তাঁর মুখ বিদ্যুতের
মত দেখতে, তাঁর চোখ জ্বলন্ত আগুনের মত, তাঁর হাত-পা উজ্জ্বল ব্রঞ্জের মত, এবং তাঁর কথার সুর
বিপুল জনতার কোলাহলের মত। [৭] আমি দানিয়েল একাকী সেই দর্শন পেলাম; যারা আমার সঙ্গে
ছিল, তারা সেই দর্শন পায়নি, তবু এমন মহাবিভীষিকায় অভিভূত হয়ে পড়ল যে, নিজেদের
লুকোতে পালিয়ে গেল। [৮] তাই সেই মহাদর্শনের দিকে তাকাতে আমি একা হয়ে রইলাম; আমার
কেমন যেন আর বল ছিল না, আমার চেহারা অন্য রকম হল, সমস্ত বল হারিয়ে ফেললাম। [৯] আমি
তাঁর বাণীর সুর শুনলাম, কিন্তু সেই বাণীর সুর শোনামাত্র ঘোর নিদ্রায় মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম।
[১০] আর দেখ, কার্ যেন হাত আমাকে স্পর্শ করে কম্পমান এই আমাকে হাঁটুতে দাঁড় করিয়ে আমার
দু'হাতের পাতার উপরে ভর করাল। [১১] তিনি আমাকে বললেন, 'হে মহাপ্রীতির পাত্র দানিয়েল,
আমি তোমাকে যে যে কথা বলতে যাচ্ছি, তা তুমি বুঝে নাও: উঠে দাঁড়াও, কারণ এখন তোমারই
কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি।' তিনি আমাকে একথা বললে আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম। [১২]
তখন তিনি আমাকে বললেন, 'দানিয়েল, ভয় করো না; কারণ সেই যে প্রথম দিন তুমি
পরমেশ্বরের সামনে নত হয়ে বুঝবার জন্য চেষ্টা করেছ, সেদিন থেকে তোমার সমস্ত বাণী শোনা
হয়েছে, আর তোমার সেই বাণীর জন্যই আমি এসেছি। [১৩] পারস্য-রাজ্যের জনপ্রধান একুশ দিন
ধরে আমাকে প্রতিরোধ করল; তবু প্রথম শ্রেণীর দূতপ্রধান মিখায়েল আমার সহায়তায় এলে
তাঁকেই আমি সেখানে, পারস্য-রাজদের সেই জনপ্রধানের কাছে, রেখে এলাম। [১৪] অন্তিম

দিনগুলিতে তোমার জাতির প্রতি যা ঘটবে, তা তোমাকে জানাতে এসেছি; কারণ সেই দিনগুলি
সম্বন্ধে এখনও একটা দর্শন আছে।'
১৫ তিনি আমার কাছে এধরনের কথা বলতে বলতে আমি মাটিতে উপুড় হয়ে নির্বাক্ হয়ে
রইলাম। ১৬ আর দেখ, মানুষের মত দেখতে কে যেন একজন আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করলেন; তখন
আমি মুখ খুলে কথা বললাম; যিনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে আমি বললাম: 'প্রভু
আমার, এই দর্শনে আমার তীব্র যন্ত্রণা ধরেছে, সমস্ত বল হারিয়ে ফেলেছি; ১৭ কারণ আমার প্রভুর
এই দাস কেমন করে আমার এই প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে পারে, যখন আমার মধ্যে কিছুই বল আর
থাকল না, আমার মধ্যে শ্বাসও আর নেই!' ১৮ মানুষের মত দেখতে সেই একজন আমাকে আবার
স্পর্শ করে আমাতে শক্তি যোগালেন; ১৯ আমাকে বললেন, 'হে মহাপ্রীতির পাত্র, ভয় করো না,
তোমার শান্তি হোক, শক্তি দেখাও, সাহস ধর।' তিনি আমাকে এই কথা বলতে বলতেই আমার শক্তি
ফিরে এল; তখন বললাম: 'আমার প্রভু কথা বলুন, কেননা আপনি আমার শক্তি যুগিয়েছেন।' ২০
তখন তিনি বললেন, 'আমি কিজন্য তোমার কাছে এসেছি, তুমি কি জান? এখন আমি পারস্যের
সেই জনপ্রধানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ফিরে যাব; পরে চলে যাব, আর তখন গ্রীসদেশের জনপ্রধান
আসবে। ২১ আচ্ছা, সত্য-পুস্তকে যা লেখা আছে, তা আমি তোমাকে জানিয়ে দেব। এই কাজে
আমাকে সাহায্য করতে তোমাদের দূতপ্রধান মিখায়েল ছাড়া আর কেউ নেই;
১১ আর আমি, মেদীয় দারিউসের প্রথম বর্ষে, তাঁকে সবল ও শক্তিশালী করতে দাঁড়িয়েছিলাম।
২ যাই হোক, এখন আমি তোমার কাছে আসল সত্য প্রকাশ করব। দেখ, পারস্যে আরও তিন
রাজার উদ্ভব হবে, আর চতুর্থ রাজা অন্য সকলের চেয়ে ধনশালী হবে, এবং নিজের ধন দ্বারা
শক্তিশালী হলে গ্রীস-রাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করবে। ৩ পরে পরাক্রমী এক রাজার উদ্ভব
হবে, সে মহাকর্তৃত্বের সঙ্গে কর্তৃত্ব করবে ও তার যা ইচ্ছে তাই করবে, ৪ কিন্তু সে প্রভাবশালী হলেই
তার রাজ্য টুকরো টুকরো করা হবে, আকাশের চারবায়ুর দিকে বিভক্ত হবে, কিন্তু তার বংশের
মধ্যে নয়, আর তার যে কর্তৃত্ব ছিল, তাও আর থাকবে না; বস্তুত তার রাজ্য উৎপাটিত হয়ে ওর
বংশধরদের নয়, অন্যদেরই হবে।
৫ দক্ষিণ দেশের রাজা বলবান হয়ে উঠবে, কিন্তু তার অধিনায়কদের একজন তার চেয়েও বলবান
হয়ে উঠবে, ও তার কর্তৃত্ব তার নিজের কর্তৃত্বের চেয়ে মহা কর্তৃত্বই হবে। ৬ আর কয়েক বছর পরে
তারা মৈত্রী-চুক্তি স্থির করবে, আর সন্ধি-স্থাপনের জন্য দক্ষিণ দেশের রাজার কন্যা উত্তর দেশের
রাজার কাছে আসবে, কিন্তু সেই কন্যা নিজের বাহুবল রক্ষা করতে পারবে না, সে নিজে ও তার
বংশও টিকবে না; বরং সেসময়ে সেই মহিলাকে, ও তার সঙ্গে তার যত অনুগামী, তার পুত্র ও
তার স্বামী, সকলকেই তুলে দেওয়া হবে। ৭ তার মূলের এক পল্লব থেকে কে যেন একজন তার পদে
জেগে উঠবে; সে উত্তর দেশের রাজার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে গিয়ে তার দুর্গগুলোর দিকে এগিয়ে
যাবে, ও আক্রমণ করে সেগুলো দখল করবে। ৮ সে মূর্তি-সমেত তাদের দেবতাদের এবং তাদের
সোনা-রুপোর বহুমূল্য পাত্রগুলি লুটের বস্তু বলে কেড়ে নিয়ে মিশরে নিয়ে যাবে, পরে কয়েক বছর
ধরে উত্তর দেশের রাজার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষান্ত থাকবে। ৯ সে দক্ষিণ দেশের রাজার রাজ্য
আক্রমণ করবে, কিন্তু পরিশেষে স্বদেশে ফিরে যাবে। ১০ তার পুত্রসন্তানেরা যুদ্ধের জন্য নিজেদের
প্রস্তুত করে বিপুল সৈন্যসামন্ত জড় করবে, এবং তারা বন্যার মত ভেসে আসবে: পুনরায় যুদ্ধে
নামবার জন্য ও তার দুর্গ পর্যন্ত যাবার জন্য তারা দেশ পেরিয়ে যাবে। ১১ দক্ষিণ দেশের রাজা
ক্রোধে জ্বলে উঠে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ে উত্তর দেশের রাজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে; সেও
মহাসৈন্যসামন্ত নিয়ে এগিয়ে আসবে, কিন্তু তার মহাসৈন্যসামন্ত ওর হাতে পড়ে যাবে, ১২ আর সে
ওই সৈন্যসামন্তকে পরাস্ত করার পর গর্বে স্ফীত হবে, কিন্তু তবুও হাজার হাজার লোককে ভূপাতিত

করা সত্ত্বেও প্রবল হবে না। [১৩] উত্তর দেশের রাজা ফিরে আসবে, আগেরটার চেয়ে বড় সৈন্যদল জড় করবে, আর কয়েক বছর পরে মহাসৈন্য ও প্রচুর যুদ্ধ-সরঞ্জাম সহ এগিয়ে আসবে। [১৪] সেসময়ে দক্ষিণ দেশের রাজার বিরুদ্ধে বহু লোক উঠবে, এবং এই দর্শন যেন সিদ্ধিলাভ করে, সেই প্রত্যাশায় তোমার জাতির মধ্যে হিংসাপন্থী লোকেরা রুখে দাঁড়াবে, কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। [১৫] তাই উত্তর দেশের রাজা আসবে, জাঙ্গাল বাঁধবে, ও সুরক্ষিত একটা নগর হস্তগত করবে। তখন দক্ষিণ দেশের সৈন্য ও তার সেরা যোদ্ধারা দাঁড়াতে পারবে না, দাঁড়াবার শক্তিই তাদের থাকবে না। [১৬] তার বিরুদ্ধে যে আসবে, সে যা ইচ্ছে তাই করবে, তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না; সে সেই শোভার দেশে নিজেকে সুস্থির করবে ও তার হাতে থাকবে সর্বনাশ! [১৭] পরে সে দক্ষিণ দেশের রাজার সমস্ত রাজ্য দখল করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হবে, তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবে, তার বিনাশ ঘটাবার জন্য ওকে তার নিজের কন্যাকে বধূরূপে দেবে, কিন্তু তার এই মতলব ব্যর্থ হবে, তার কোন উপকারে আসবে না। [১৮] পরে সে দ্বীপপুঞ্জের দিকে চোখ ফিরিয়ে সেগুলোর অনেককে হস্তগত করবে, কিন্তু এক সেনাপতি তার দম্ভ স্তব্ধ করে দেবে, এমনকি, সে তার দম্ভ তারই উপরে ফিরিয়ে দেবে। [১৯] তখন সে নিজের দেশের দুর্গগুলোর দিকে মুখ ফেরাবে, কিন্তু হোঁচট খেয়ে পড়বে, এবং তার উদ্দেশ আর মিলবে না। [২০] পরে তার পদে এমন একজনের উদ্ভব হবে, যে রাজ্যের শোভাস্থানে কর-আদায়কারীদের প্রেরণ করবে, কিন্তু সে অল্প দিনের মধ্যে উচ্ছিন্ন হবে, যদিও জনতার বিপ্লবে নয়, যুদ্ধেও নয়।

[২১] পরে নীচপ্রকৃতির এমন একজন তার পদ পাবে, যে রাজমর্যাদার অধিকারীও নয়: সে গোপনে এসে ছলনা হাতিয়ার করেই রাজ-অধিকার দখল করবে। [২২] তার দ্বারা সেই আপ্লাবনকারী সৈন্যসামন্ত আপ্লাবিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর তার সঙ্গে সন্ধির সেই জনপ্রধানও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। [২৩] তার সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তি স্থির হওয়ামাত্র সে ছলনা হাতিয়ার করেই ব্যবহার করবে, কারণ সে এসে অল্প লোকের সমর্থনে পরাক্রমশালী হবে। [২৪] সে গোপনে প্রদেশের সব চেয়ে উর্বর জায়গায় প্রবেশ করবে, এবং তার পিতৃপুরুষেরা এবং পিতৃপুরুষদের পিতৃপুরুষেরাও যা করেনি, তা করবে: সে তার অনুগামীদের মধ্যে লুটের মাল, কেড়ে নেওয়া বস্তু ও সম্পত্তি বিতরণ করবে ও গড়গুলির বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটবে—কিন্তু সীমিত কালের জন্য! [২৫] তার নিজের বল ও দুঃসাহস তাকে এমন উত্তেজিত করবে যে, সে মহাসৈন্য সঙ্গে করে দক্ষিণ দেশের রাজার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। দক্ষিণ দেশের রাজা মহাসৈন্য সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করবে, কিন্তু দাঁড়াতে পারবে না, কেননা তার বিরুদ্ধে বহু চক্রান্ত আঁটা হবে। [২৬] তার নিজের অন্নের অংশী যারা, তারাই তার বিনাশ ঘটাবে; তার সৈন্যদল আপ্লাবিত হবে আর অনেকে মারা পড়বে। [২৭] এই দুই রাজা কিছুই চিন্তা করবে না, কেবল একে অপরের অমঙ্গল ঘটাবে, এবং একই টেবিলে খেতে বসে প্রতারণাময় কথা বলবে, কিন্তু দু'জনে কেউই সফল হবে না, কেননা নিরূপিত কালে পরিণাম তাদের অপেক্ষায় থাকবে। [২৮] আর সে বহু সম্পত্তি নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে, ও তার অন্তরে পবিত্র সন্ধির প্রতি বিরোধিতা বিরাজ করবে; নিজের মনোমত কাজ সেরে সে স্বদেশে ফিরে যাবে। [২৯] নিরূপিত কালে সে আবার দক্ষিণ দেশের বিরুদ্ধে আসবে, কিন্তু তার প্রথম প্রচেষ্টার চেয়ে তার এই নতুন প্রচেষ্টার পরিণাম ভিন্নই হবে। [৩০] কারণ কিত্তীমদের জাহাজগুলো তার বিরুদ্ধে আসবে, আর সে আশাভ্রষ্ট হয়ে ফিরে যাবে; সে জ্বলন্ত ক্রোধে ফিরবে ও পবিত্র সন্ধির বিরুদ্ধে কাজ করবে, এবং সে একবার ফিরে এসে, যারা পবিত্র সন্ধি ত্যাগ করে, তাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখাবে। [৩১] তার সামরিক সেনাদল উঠে রাজপুরীর পবিত্রধাম কলুষিত করবে, নিত্য বলিদান বন্ধ করে দেবে এবং সেখানে সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু স্থাপন করবে। [৩২] যারা সন্ধি লঙ্ঘন করেছে, সে তাদের তোষামোদ করে ভোলাবে, কিন্তু যারা তাদের পরমেশ্বরকে জানে, তারা সুস্থির হয়ে প্রতিরোধ করবে। [৩৩] জনগণের মধ্যে যারা সদ্বিবেচক,

তারা অনেককে সদুপদেশ দেবে, কিন্তু কিছু কালের মত তারা খড়্গ, অগ্নিশিখা, বন্দিদশা ও লুটের
কারণে হোঁচট খাবে। ৩৪ আর এভাবে হোঁচট খেতে খেতে তারা সামান্যই সাহায্য পাবে; বস্তুত
অনেকে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসবে, কিন্তু সরলভাবে নয়। ৩৫ সদ্বিবেচকদের মধ্যে কেউ কেউ
হোঁচট খাবে, তাই তাদের কয়েকজনকে যাচাইকৃত, পরিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ করা হবে—পরিণামের
কাল পর্যন্ত, কেননা নিরূপিত কাল আসতে এখনও দেরি আছে। ৩৬ তাই সেই রাজা যা ইচ্ছা তাই
করবে; সমস্ত দেবতার চেয়ে নিজেকে বড় করে দেখাবে, নিজেকে মহিমান্বিত করবে, এবং
দেবতাদের দেবতার বিরুদ্ধে অচিন্তনীয় কথা বলবে, ও ক্রোধ শেষ মাত্রা না পৌঁছা পর্যন্ত সে
কৃতকার্য হবে; কেননা যা নিরূপিত, তা সিদ্ধিলাভ করবেই। ৩৭ সে তার নিজের পিতৃপুরুষদের
দেবতাদেরও মানবে না, স্ত্রীলোকদের প্রিয় দেবতাকে বা অন্য কোন দেবতাকেও নয়, কেননা সে
সকলের উপরে নিজেকেই বড় করে দেখাবে। ৩৮ সে বরং দুর্গ-দেবের প্রতিই সম্মান দেখাবে: সে
তার পিতৃপুরুষদের অজানা দেবকেই সোনা, রুপো, মণিমুক্তা ও বহুমূল্য উপহার দানে সম্মান
করবে। ৩৯ সেই বিজাতীয় দেবের সাহায্যে সে অতি দৃঢ় দুর্গগুলি আক্রমণ করবে, আর যত লোক
তাকে স্বীকার করবে, তাদের সে অধিক সম্মানিত করবে: তাদের সে অনেকের উপরে কর্তৃত্ব করার
অধিকার দেবে, এবং প্রতিদানস্বরূপ তাদের মধ্যে জমিজমা ভাগ ভাগ করে মঞ্জুর করবে।
৪০ পরিণামের কালে দক্ষিণ দেশের রাজা তাকে ঢোসাবে, আর উত্তর দেশের রাজা রথ, অশ্বারোহী
ও বহু জাহাজের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে; সে নানা দেশ দখল করে
সেগুলিকে বন্যার মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ৪১ সে সেই শোভার দেশ জুড়েও ছড়িয়ে পড়বে; তখন
বহুদেশেরও পতন হবে, কিন্তু এদোম, মোয়াব ও বেশির ভাগ আম্মোনীয়েরা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি
পাবে। ৪২ তাই সে নানা দেশের উপরে হাত বাড়াবে; মিশর দেশও রেহাই পাবে না। ৪৩ মিশরীয়দের
সোনা-রুপোর ভাণ্ডারগুলি ও সমস্ত বহুমূল্য বস্তু তার হস্তগত হবে: লিবীয়েরা ও ইথিওপীয়েরা তার
অনুচারী হবে। ৪৪ কিন্তু পুব ও উত্তর দেশ থেকে আগত নানা সংবাদ তাকে বিহ্বল করবে, আর সে
মহাক্রোধের সঙ্গে অনেককে উচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করার জন্য রওনা দেবে। ৪৫ সে সমুদ্রের ও সেই
পবিত্র শোভার পর্বতের মধ্যস্থানে তার রাজকীয় তাঁবু গাড়বে। অথচ সে তার নিজের পরিণামের
নাগাল পাবে, আর কেউই তাকে সাহায্য করবে না।
১২ যে মহা দূতপ্রধান তোমার জাতির সন্তানদের রক্ষাকর্তা, সেসময়ে সেই মিখায়েল উঠে
দাঁড়াবেন। তখন এমন সঙ্কটের কাল দেখা দেবে, যা মানবজাতির উৎপত্তির সময় থেকে সেই সময়
পর্যন্ত কখনও হয়নি; কিন্তু সেই কালে তোমার আপন জাতি নিষ্কৃতি পাবে—তারা সকলেই নিষ্কৃতি
পাবে, যাদের নাম পুস্তকে লেখা রয়েছে। ২ ধুলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার
জেগে উঠবে—কেউ কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, কেউ কেউ লজ্জা ও অনন্ত দুর্নামের উদ্দেশে। ৩
জ্ঞানবানেরা গগনতলের দীপ্তির মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে; এবং যারা অনেককে ধর্মিষ্ঠতা বিষয়ে
উদ্বুদ্ধ করেছে, তারা চিরকাল ধরে তারানক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হবে।
৪ কিন্তু, হে দানিয়েল, তুমি চরমকাল পর্যন্ত এই বাণীগুলি গোপন করে রাখ ও পুস্তকের উপর
সীলমোহর করে দাও। অনেকেই স্তম্ভিত হবে, কিন্তু সদ্‌জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।’
৫ আমি দানিয়েল তখন চেয়ে তাকালাম, আর দেখ, অন্য কারা দু’জন দাঁড়িয়ে আছেন, একজন
নদীকূলে এপারে, অন্যজন নদীকূলে ওপারে। ৬ তাঁদের একজন ক্ষোমের পোশাক পরা সেই
মানুষকে—যিনি জলের ঊর্ধ্বে ছিলেন, তাঁকে—বললেন, ‘আশ্চর্যময় এই সমস্ত কিছু কখন
সিদ্ধিলাভ করবে?’ ৭ তখন আমি শুনতে পেলাম, নদীর ঊর্ধ্বে থাকা সেই ক্ষোমের পোশাক পরা
মানুষ ডান ও বাঁ হাত স্বর্গের দিকে তুলে, চিরজীবী যিনি তাঁরই দিব্যি দিয়ে শপথ করে বললেন,
‘এক কাল, নানা কাল ও অর্ধেক কাল! তারপর পবিত্র জাতির প্রতাপ-ভঙ্গকাল পূর্ণ হলে এই সমস্ত

কিছু সিদ্ধিলাভ করবে।’ [৮] আমি একথা শুনলাম বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম না, তাই বললাম: ‘প্রভু আমার, এই সমস্ত কিছুর শেষ পরিণাম কেমন হবে?’ [৯] তিনি উত্তরে বললেন, ‘দানিয়েল, তুমি এবার যাও; এই সমস্ত বাণী শেষ পরিণাম পর্যন্ত সীল দিয়ে মোহরযুক্ত অবস্থায় গোপন করে রাখা থাকবে। [১০] অনেককে পরিশুদ্ধ, নির্মল ও নিখুঁত করা হবে, কিন্তু দুর্জনেরা দুষ্কর্ম করে চলবে: দুর্জনেরা কেউই বুঝবে না; কেবল জ্ঞানবানেরাই বুঝবে। [১১] আর যে সময়ে নিত্য বলিদান বাতিল করা হবে ও সর্বনাশা সেই জঘন্য বস্তু বসানো হবে, সেই সময় থেকে এক হাজার দু’শো নব্বই দিন হবে। [১২] সুখী সেই মানুষ, যে নিষ্ঠাবান থাকবে ও সেই এক হাজার তিনশ’ পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত পৌঁছবে। [১৩] কিন্তু তুমি তোমার নিজের শেষ পরিণামের দিকে এগিয়ে যাও ও বিশ্রাম কর; দিনগুলি শেষে তোমার নিজের মজুরির জন্য উঠে দাঁড়াবেই।’

সুজান্নার কাহিনী

১৩ বাবিলনে যোয়াকিম নামে একজন লোক বাস করতেন; [২] তিনি সুজান্না নামে একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করেছিলেন; এই সুজান্না ছিলেন হিল্কিয়ার কন্যা; তিনি ছিলেন পরম সুন্দরী ও প্রভুভীরু এক নারী। [৩] তাঁর পিতামাতা ধার্মিক মানুষ ছিলেন, কন্যাটিকে তাঁরা মোশীর বিধান অনুসারে গড়ে তুলেছিলেন। [৪] যোয়াকিম খুবই ধনী ছিলেন, বাড়ির পাশে তাঁর এক বাগান ছিল, এবং অন্য সকলের চেয়ে মহা সম্মানের পাত্র বলে গণ্য হওয়ায় ইহুদীরা তাঁর কাছে যেত। [৫] সেই বছরে জনগণের মধ্য থেকে বিচারক পদে দু’জন প্রবীণকে বেছে নেওয়া হয়েছিল; তেমন মানুষদের বিষয়ে প্রভু বলেছিলেন, ‘প্রবীণ ও বিচারকদের মধ্য দিয়েই শঠতা বাবিলনে দেখা দিয়েছে: তারা তো কেবল চেহারায়ই জনগণের পরিচালক।’ [৬] এই দু’জন যোয়াকিমের বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করত, এবং যাদের কোন বিবাদ বা সমস্যা থাকত, মীমাংসা-সমাধানের জন্য তারা সকলে এসে এই দু’জনের সঙ্গে দেখা করত। [৭] দুপুরবেলায়, লোকে চলে যাওয়ার পর, সুজান্না স্বামীর বাগানে একটু বেড়াতে আসতেন। [৮] সেই দু’জন প্রবীণ দিনের পর দিন তাঁকে সেখানে গিয়ে বেড়াতে দেখত, আর ক্রমে ক্রমে তাদের অন্তরে তাঁর প্রতি প্রবল আসক্তি জন্মাতে লাগল: [৯] জ্ঞানবুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে তারা স্বর্গের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে আর চেষ্টা করল না, ন্যায়বিচারের কথাও ভুলে গেল। [১০] দু’জনেই তাঁর প্রতি প্রবল কামাসক্তিতে জ্বলছিল, কিন্তু তাদের সেই কামনা একে অপরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখত, [১১] কেননা তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার যে গভীর আকাঙ্ক্ষা তাদের ছিল, তা প্রকাশ করতে তারা লজ্জাবোধ করছিল। [১২] কিন্তু তাঁকে প্রতিদিন দেখবার জন্য যথেষ্টই সচেষ্ট ছিল। একদিন একজন অপরজনকে বলল, [১৩] ‘চলুন, এবার বাড়ি যাই, খাওয়া-দাওয়ার সময় এসেছে;’ আর তাই বলে দু’জনে যে যার পথে চলে গেল। [১৪] কিন্তু আবার ফিরে এসে দু’জনে হঠাৎ মুখোমুখি হল, আর তখন, ব্যাপারটা বোঝাতে বাধ্য হয়ে, দু’জনেই একে অপরের কাছে তাদের সেই প্রবল আসক্তি স্বীকার করল, এবং তাঁকে একা পাবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সুযোগের জন্য মন্ত্রণা করল।

[১৫] তখন এমনটি ঘটল যে, তারা উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছে, এমন সময় সুজান্না রীতিমত প্রবেশ করলেন; তাঁর সঙ্গে কেবল দু’জন অনুচারিণী ছিল। সেদিন যথেষ্ট গরম পড়েছিল বলে তিনি বাগানে স্নান করতে ইচ্ছা করলেন। [১৬] সেখানে কেউই ছিল না, কেবল সেই দু’জন প্রবীণ ছিল যারা তাঁকে চুপে চুপে লক্ষ করার জন্য ওত পেতে ছিল। [১৭] সুজান্না অনুচারিণীদের বললেন, ‘খানিকটা তেল ও আতর নিয়ে এসো, পরে বাগানের দরজা বন্ধ কর, আমি স্নান করব।’ [১৮] তাদের যেমন করতে আজ্ঞা করা হয়েছিল, অনুচারিণীরা সেইমত করল: বাগানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে তারা, সুজান্না যা চেয়েছিলেন, তা নিয়ে আসবার জন্য পাশের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল; তারা তো প্রবীণদের বিষয়ে কিছুই জানত না, কেননা সেই দু’জন লুকিয়ে ছিল। [১৯] অনুচারিণীরা চলে

যাওয়ামাত্র সেই দু'জন প্রবীণ গোপন স্থান ছেড়ে সুজান্নার কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে বলল, ২০ 'দেখ,
বাগানের সমস্ত দরজা এখন বন্ধ, কেউই আমাদের দেখতে পারে না, আর আমরা, আমরা যে
তোমাকে খুবই কামনা করছি! রাজি হও, আমাদের কাছে ধরা দাও। ২১ তুমি রাজি না হলে আমরা
তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলব যে, তোমার সঙ্গে একজন যুবক ছিল বলেই তুমি
অনুচারিণীদের বের করে দিয়েছ।' ২২ সুজান্না কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমি তো সবদিক দিয়েই
বিপদে আছি: আমি রাজি হলে আমার জন্য মৃত্যু! রাজি না হলে আপনাদের হাত থেকে রেহাই
নেই! ২৩ কিন্তু প্রভুর সামনে পাপ করার চেয়ে নিরপরাধী হয়ে আপনাদের হাতে পড়া আমার পক্ষে
শ্রেয়।' ২৪ তখন তিনি জোর গলায় চিৎকার করলেন; সেই দু'জন প্রবীণও তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার
করতে লাগল, ২৫ আর তাদের একজন বাগানের দরজার দিকে দৌড় দিয়ে তা খুলে দিল। ২৬ বাড়ির
দাসেরা বাগানে তেমন শব্দ শুনে, কিনা ঘটছে তা দেখবার জন্য পাশের দরজা দিয়ে ছুটে এল। ২৭
প্রবীণেরা তাদের সাজানো কথা বর্ণনা করার পর দাসেরা একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল, কেননা
সুজান্না সম্বন্ধে তেমন কথা কখনও বলা হয়নি।

২৮ পরদিন গোটা জনগণ সুজান্নার স্বামী যোয়াকিমের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল; সেই দু'জন
প্রবীণও সেখানে গেল, সুজান্নাকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তারা দুরভিসন্ধিতে পূর্ণ ছিল। ২৯ জনগণকে
উদ্দেশ করে তারা বলল, 'হিল্কিয়ার মেয়ে, যোয়াকিমের স্ত্রী সেই সুজান্নাকে আনা হোক।' লোক
পাঠিয়ে সুজান্নাকে ডাকা হল, ৩০ আর তিনি এলেন; তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতামাতা, সন্তানেরা ও সকল
আত্মীয়স্বজনও এসে উপস্থিত হলেন। ৩১ সুজান্না দেখতে খুবই কোমলা, গঠনে খুবই সুন্দরী; ৩২ তাঁর
মাথায় কাপড় ছিল, আর সেই ধূর্তেরা তা সরিয়ে দিতে হুকুম দিল যেন তাঁর সৌন্দর্য ভোগ করতে
পারে। ৩৩ তাঁর সকল জ্ঞাতি কাঁদছিল; যারা তাঁকে দেখছিল, তারা সকলেও কাঁদছিল। ৩৪ সেই দু'জন
প্রবীণ জনগণের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথায় হাত রাখল। ৩৫ সুজান্না অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে
স্বর্গের দিকে চোখ তুললেন, তাঁর হৃদয় প্রভুর ভরসায় পূর্ণ ছিল। ৩৬ তখন প্রবীণেরা বলল, 'আমরা
বাগানে একাই বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় সুজান্না দু'জন অনুচারিণীকে সঙ্গে করে এল, এবং
বাগানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অনুচারিণীদের বিদায় দিল। ৩৭ আর তখনই একটা যুবক তার কাছে
এগিয়ে গেল—সে গোপন স্থানে লুকিয়ে ছিল—ও তার সঙ্গে মিলিত হল। ৩৮ সেসময় আমরা
বাগানের এক কোণে ছিলাম; তেমন দুষ্কর্ম দেখে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম; ৩৯ তাদের
একসঙ্গেই থাকতে দেখেছি বটে, কিন্তু যুবকটিকে ধরতে পারলাম না, কেননা আমাদের দু'জনের
চেয়ে বলিষ্ঠ হওয়ায় সে দরজা খুলে পালিয়ে গেল। ৪০ একে কিন্তু ধরলাম, আর এর কাছে যুবকটির
পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু এ তা বলতে রাজি হল না। আমরা এসব কিছুর সাক্ষী।' ৪১ তারা
প্রবীণ ও জনগণের বিচারক হওয়ায় সমবেত সকল লোক তাদের কথা বিশ্বাস করল, আর সুজান্নার
প্রাণদণ্ড হল। ৪২ তখন সুজান্না উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হে সনাতন ঈশ্বর, তুমি যে যত গোপন
বিষয় জান, তুমি যে একটা কিছু ঘটবার আগেও তা জান, ৪৩ তুমি তো জান যে, এঁরা আমার বিষয়ে
মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছেন! এঁদের শঠতা আমার বিরুদ্ধে যা কিছু কল্পনা করেছে, সেবিষয়ে নিরপরাধী
হয়েই আমাকে মরতে হচ্ছে!'

৪৪ প্রভু তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলেন; ৪৫ এবং সুজান্নাকে মৃত্যুর দিকে চালিত করা হচ্ছে, এমন সময় প্রভু
একজন তরুণের পবিত্র আত্মা জাগিয়ে তুললেন—তরুণটির নাম দানিয়েল; ৪৬ তরুণটি চিৎকার
করে বলে উঠলেন: 'এঁর রক্তপাতের জন্য আমি দায়ী নই!' ৪৭ সকলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল,
'তোমার এই কথায় তুমি কী বলতে চাও?' ৪৮ তখন দানিয়েল তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন,
'ইস্রায়েল সন্তান, আপনারা কি এত মূর্খ? আপনারা তো সত্যের অনুসন্ধান না করে ও ইস্রায়েলের
একজন কন্যাকে কিছুই জিজ্ঞাসাবাদ না করেই তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতা করেছেন! ৪৯ বিচারের

জায়গায় ফিরে যান, কেননা এই দু'জন এঁর বিষয়ে মিথ্যাসাক্ষ্যই দিয়েছে।' ৫০ লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে
ফিরে গেল, আর প্রবীণবর্গ দানিয়েলকে বললেন, 'এগিয়ে এসো, আমাদের মাঝে আসন নাও,
আমাদের উদ্বুদ্ধ কর, কেননা ঈশ্বর তোমাকে প্রবীণ-উপযুক্ত গুণ মঞ্জুর করেছেন।' ৫১ দানিয়েল
বললেন, 'আপনারা এই দু'জনকে আলাদা করে রাখুন, আমি এদের জেরা করব।' ৫২ সেই দু'জনকে
আলাদা করে রাখা হলে দানিয়েল তাদের একজনকে ডাকিয়ে এনে তাকে উদ্দেশ করে বললেন,
'ওহে, দুষ্কর্মে বৃদ্ধ হয়েছ যে তুমি! তোমার আগেকার সাধিত যত পাপ এখন তোমার নাগাল
পেয়েছে: ৫৩ তুমি অন্যায় বিচারে অপরাধীদের নির্দোষী ও নির্দোষীদের দুষ্কর্মা বলে সাব্যস্ত করতে,
অথচ প্রভু বলেছেন: নির্দোষী বা ধার্মিকের প্রাণনাশ করবে না। ৫৪ আচ্ছা, তুমি যখন এঁকে দেখেছ,
তখন বল দেখি: কোন্ গাছের তলায় তাদের শুয়ে থাকতে দেখেছিলে?' প্রবীণ উত্তরে বলল,
'একটা শিরীষ গাছের তলায়।' ৫৫ দানিয়েল বললেন, 'সত্যি, তোমার মিথ্যাসাক্ষ্য তোমার মাথার
উপরে নেমে পড়বে; কেননা ঈশ্বরের দূত ইতিমধ্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে রায় পেয়েছেন: তিনি
তোমাকে দু'খণ্ড করে ভেঙে দেবেন।' ৫৬ এই একজনকে সরিয়ে দিয়ে তিনি অপর একজনকে
ডাকিয়ে এনে তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'ওহে, যুদার নয়, কানানেরই বংশধর যে তুমি! সৌন্দর্য
তোমাকে ভুলিয়েছে, কামাসক্তি তোমার হৃদয় ভ্রষ্ট করেছে! ৫৭ তোমরা ঠিক তাই করতে ইস্রায়েলের
স্ত্রীলোকদের নিয়ে, আর তারা ভয়ে তোমাদের কাছে আসত। কিন্তু যুদার একটি কন্যা তোমাদের
শঠতা সহ্য করেনি। ৫৮ বল দেখি, তুমি কোন্ গাছের তলায় তাদের শুয়ে থাকতে দেখেছ?' প্রবীণ
উত্তর দিল, 'একটা ওক্ গাছের তলায়।' ৫৯ দানিয়েল বললেন, 'সত্যি, তোমারও মিথ্যাসাক্ষ্য
তোমার মাথার উপরে নেমে পড়বে; কেননা ঈশ্বরের দূত তোমাকে দু'খণ্ড করে মৃত্যু ঘটাবার জন্য
খড়্গ হাতে করে তোমার অপেক্ষায় রয়েছেন।'

৬০ তখন গোটা জনসমাবেশ আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ল, এবং সেই ঈশ্বরকে ধন্য বলল, যিনি,
তাঁর উপরে প্রত্যাশা রাখে যারা, তাদের পরিত্রাণ করেন। ৬১ পরে সেই দু'জন প্রবীণের বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়িয়ে—যাদের দানিয়েল তাদের নিজেদের মুখে তাদের স্বীকার করিয়েছিলেন যে তারা
মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়েছিল—জনসমাবেশ সেই দণ্ডে তাদের দণ্ডিত করল, তারা যে দণ্ডে পরকে দণ্ডিত
করতে চেয়েছিল, ৬২ এবং মোশীর বিধান অনুসারে তাদের প্রাণদণ্ড দিল। সেইদিন নিরপরাধীর রক্ত
বাঁচানো হল। ৬৩ হিল্কিয়া ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের কন্যা সুজান্নার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন,
তাঁদের সঙ্গে সুজান্নার স্বামী যোয়াকিম ও তাঁর সকল আত্মীয়ও ধন্যবাদ জানালেন, কেননা সুজান্নার
মধ্যে অসতের মত কিছুই পাওয়া গেল না। ৬৪ সেদিন থেকে দানিয়েল জনগণের দৃষ্টিতে মহান হয়ে
উঠলেন।

দানিয়েল ও বেল-দেবের পুরোহিতেরা

১৪ আস্তিয়াগেস রাজা তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলে তাঁর পদে পারসিক সাইরাস রাজ্যভার
গ্রহণ করেন। ২ দানিয়েল ছিলেন রাজার ঘনিষ্ঠ; এমনকি, রাজবন্ধুদের মধ্যে তিনিই অধিক সম্মানের
পাত্র ছিলেন। ৩ সেসময় বাবিলনীয়দের বেল নামে একটা দেবমূর্তি ছিল; প্রত্যেক দিন লোকে তাকে
বারো বস্তা করে সেরা ময়দা, চল্লিশটা মেষ ও ছ'মণ আঙুররস নিবেদন করত। ৪ রাজাও এই
মূর্তিকে পূজা করতেন, ও প্রত্যেক দিন গিয়ে তার উদ্দেশে প্রণিপাত করতেন। ৫ কিন্তু দানিয়েল তাঁর
আপন ঈশ্বরেরই উদ্দেশে প্রণিপাত করতেন বলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বেলের
উদ্দেশে কেন প্রণিপাত কর না?' দানিয়েল উত্তরে বললেন, 'আমি মানুষের হাতে তৈরী মূর্তির পূজা
করি না, কেবল সেই জীবনময় ঈশ্বরকে পূজা করি, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও সমস্ত প্রাণীর
প্রভু।' ৬ রাজা বলে চললেন, 'তবে তুমি কি একথা বিশ্বাস কর না যে, বেল জীবনময় ঈশ্বর? তিনি
প্রত্যেক দিন যে কতই না পান করেন, কতই না খান, তা তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না?' ৭ দানিয়েল

হাসি মুখে রাজাকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, নিজেকে ভোলাবেন না! সেই মূর্তি ভিতরে মাটির ও বাইরে ব্রঞ্জের; তা কখনও কিছুই খায়নি, কখনও কিছুই পান করেনি।' [৮] *তাতে রাজা ক্ষুব্ধ হলেন, এবং বেল-দেবের পুরোহিতদের ডেকে তাদের বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে না বল, এই সমস্ত খরচ কে খায়, তবে মরবে; কিন্তু যদি আমাকে দেখাতে পার যে, বেল-দেব সেইসব কিছু খান, তবে দানিয়েল মরবে, কেননা সে বেলকে টিটকারি দিয়েছে।'* [৯] *দানিয়েল রাজাকে বললেন, 'আপনার কথামত হোক।' স্ত্রী-পুত্রদের কথা না ধরে বেলের পুরোহিতেরা সংখ্যায় ছিল সত্তরজন।*
[১০] *রাজা দানিয়েলকে সঙ্গে করে বেলের গৃহে গেলেন,* [১১] *এবং বেলের পুরোহিতেরা তাঁকে বলল, 'দেখুন, আমরা এখান থেকে বাইরে চলে যাচ্ছি; আপনিই, হে মহারাজ, খাবার সাজান ও মেশানো আঙুররস ঢালুন; পরে দরজা বন্ধ করে আপনার নিজের আঙটি দিয়ে তার উপর সীলমোহরের ছাপ মেরে দিন। আগামীকাল সকালে এখানে এসে আপনি যদি দেখতে না পান যে, বেল সবকিছু খেয়েছে, তবে আমাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক, অন্যথায়, আমাদের যিনি নিন্দা করেছেন, সেই দানিয়েলকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক।'* [১২] *তারা তো উদ্বিগ্ন ছিল না, কারণ টেবিলের নিচে একটা গোপন পথ প্রস্তুত করেছিল, আর সেই পথ দিয়ে তারা রীতিমত ফিরে যেত ও সমস্ত কিছু নিজ নিজ ঘরে নিয়ে যেত।*

[১৩] *তখন এমনটি ঘটল যে, তারা চলে গেলে রাজা বেলের সামনে খাবার সাজিয়ে রাখলেন;* [১৪]
এদিকে দানিয়েল রাজার দাসদের কিছুটা ছাই আনতে হুকুম দিলেন, আর তারা কেবল রাজার উপস্থিতিতেই তা মন্দিরের সমস্ত মেঝেতে ছড়িয়ে দিল; পরে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল, এবং রাজার আঙটি দিয়ে তার উপর সীলমোহরের ছাপ মেরে দিয়ে চলে গেল। [১৫] *সেই রাতে*
পুরোহিতেরা রীতিমত তাদের স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে এসে সবকিছু খেল, সবকিছু পান করল। [১৬] *পরদিন*
রাজা খুব সকালে উঠলেন, দানিয়েলও উঠলেন। [১৭] *রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'দানিয়েল, সীলমোহরের ছাপগুলো কি এখনও অক্ষুণ্ন?' দানিয়েল উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, মহারাজ, সবগুলো অক্ষুণ্ন।'* [১৮] *দরজা খুলে রাজা টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আহা বেল, তুমি মহান! তোমাতে ছলনা নেই।'* [১৯] *দানিয়েল মুচকি হাসলেন, এবং পাছে রাজা ভিতরে যান, তাঁকে সংযত রেখে বললেন, 'আপনি এবার মেঝেরই দিকে তাকান, একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখুন, সেই পদচিহ্ন কাদের।'* [২০] *রাজা বললেন, 'আমি তো পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ছেলেদেরই পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি!'* [২১] *ক্রোধে জ্বলে উঠে তিনি পুরোহিতদের তাদের স্ত্রী-পুত্রদের-সমেত গ্রেপ্তার করালেন; পরে তাঁকে সেই গোপন দরজা দেখানো হল, যা দিয়ে তারা ঢুকে, টেবিলে যা কিছু থাকত, তা সবই খেয়ে ফেলত।* [২২] *রাজা তাদের প্রাণদণ্ড দিলেন, বেলকে দানিয়েলের হাতে তুলে দিলেন, আর দানিয়েল মূর্তিটাকে তার মন্দির-সমেত ধ্বংস করলেন।*

সিংহের গর্তে দানিয়েল

[২৩] *বিশাল একটা নাগদানব ছিল, তাকেও বাবিলনীয়েরা পূজা করত।* [২৪] *রাজা দানিয়েলকে বললেন, 'এবার তুমি বলতে পারবে না যে, ইনি জীবনময় ঈশ্বর নন; অতএব তাঁর উদ্দেশে প্রণিপাত কর।'* [২৫] *দানিয়েল বললেন, 'আমি আমার ঈশ্বর প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করি, তিনিই জীবনময় ঈশ্বর। মহারাজ, আপনি অনুমতি দিলে আমি কোন খড়্গ বা লাঠি হাতিয়ার না করে নাগদানবটাকে বধ করব।'* [২৬] *রাজা বললেন, 'অনুমতি দিলাম।'* [২৭] *তখন দানিয়েল খানিকটা আলকাতরা, চর্বি ও লোম নিয়ে এক হাঁড়িতে তা পাক করলেন, পরে পিঠা তৈরি করে তা নাগদানবের মুখে ছুড়লেন, আর নাগদানবটা তা গিলে ফেলে ফেটে গেল; পরে তিনি বললেন, 'এই যে আপনাদের পূজার বস্তু!'* [২৮] *ব্যাপারটা শুনে বাবিলনীয়েরা খুবই ক্ষুব্ধ হল; তারা রাজার বিরুদ্ধে উঠে বলল, 'রাজা ইহুদী হলেন: তিনি বেলকে ধ্বংস করলেন, নাগদানবকে বধ করলেন,*

পুরোহিতদের প্রাণদণ্ড দিলেন।' ২৯ তারা তাঁকে গিয়ে বলল, 'দানিয়েলকে আমাদের হাতে তুলে
দিন, নইলে আপনাকে ও আপনার পরিবার-পরিজন সকলকে মেরে ফেলব।' ৩০ তারা রাজার উপরে
এতই চাপ দিল যে, রাজা দেখলেন, আর উপায় নেই, দানিয়েলকে তাদের হাতে তুলে দিতেই
হবে। ৩১ তারা তাঁকে সিংহের গর্তে ফেলে দিল, আর তিনি সেখানে ছ' দিন থাকলেন। ৩২ সেই গর্তে
সাতটা সিংহ ছিল: প্রত্যেক দিন দু'টো মানুষের লাশ ও দু'টো মেষ তাদের দেওয়া হত; কিন্তু
এবারে তাদের কিছুই দেওয়া হল না, যেন দানিয়েলকে গ্রাস করে।

৩৩ সেসময় হাবাকুক নবী যুদেয়ায় ছিলেন; তিনি একটা শুরুয়া প্রস্তুত করে ও একটা পাত্রে রুটি
টুকরো টুকরো করে নিয়ে মাঠে ফসলকাটিয়েদের কাছে দিতে যাচ্ছিলেন। ৩৪ প্রভুর দূত তাঁকে
বললেন, 'তুমি গিয়ে এই খাবার দানিয়েলকে দাও; সে বাবিলনে, সিংহের গর্তের মধ্যে আছে।' ৩৫
হাবাকুক উত্তরে বললেন, 'প্রভু, আমি তো বাবিলন কখনও দেখিনি, সেই গর্ত সম্বন্ধেও কিছু জানি
না।' ৩৬ তখন প্রভুর দূত তাঁকে চুল ধরে বায়ু-বেগে বাবিলনে নিয়ে গিয়ে সিংহের গর্তের মুখে
নামিয়ে রাখলেন। ৩৭ হাবাকুক চিৎকার করে বললেন, 'দানিয়েল, দানিয়েল, এই খাবার নাও, যা
ঈশ্বর তোমার কাছে পাঠালেন।' ৩৮ দানিয়েল বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর, তুমি আমার কথা স্মরণ করলে!
যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের তুমি ফেলে রাখনি।' ৩৯ দানিয়েল উঠে খেতে লাগলেন, আর
এদিকে প্রভুর দূত হাবাকুককে একনিমেষে আগেকার জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

৪০ সপ্তম দিনে রাজা দানিয়েলের জন্য শোক পালন করতে এলেন; গর্তের ধারে এসে পৌঁছে তিনি
ভিতরে তাকালেন, আর দেখ, দানিয়েল সেখানে বসে আছেন। ৪১ তখন জোর গলায় বলে উঠলেন:
'হে প্রভু, দানিয়েলের ঈশ্বর, তুমি মহান! তুমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নেই!' ৪২ পরে তিনি সেই গর্ত
থেকে দানিয়েলকে বের করে আনালেন, এবং তার মধ্যে তাদেরই নিক্ষেপ করালেন, যারা
দানিয়েলের সর্বনাশের জন্য চক্রান্ত করেছিল; আর তাদের একনিমেষে তাঁর চোখের সামনেই গ্রাস
করা হল।